আমি তৈরি দ্বন্দ্ব আর বেদনা দিয়ে। কবি আসলে একটি রিখটার স্কেল। মানবিক অনুভূতি আর স্মৃতির কম্পন ধরা পড়ে। আর আমার কবিতার দুলাইনের মাঝে ভরে আছে যন্ত্রণা। আমার দেশের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে জলখাবার আর স্টকহোমের নিরাপদ সুস্থিতি মেখে রাতের খাবার খাই আমি। আমি নিজেই জলজ্যান্ত স্ববিরোধ।

প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৯
প্রকাশক মানস চক্রবর্তী
আমি আর লীনা
হেঁটে চলেছি তারকেশ্বর
হুগলি ৯৬৪১৬৫৪০০৩
এই বইয়ের সত্ত্ব সংরক্ষিত নয়
প্রচ্ছদ টিম আমি
আর লীনা হেঁটে চলেছি
মুদ্রণ শরৎ ইম্প্রেসান

দাম ১২০ টাকা

ঘাইয়াথ আল মাধুনের কবিতা

আমি আর লীনা হেঁটে চলেছি

ঘাইয়াথ আল মাধুনের কবিতা

অনুবাদ মানস চক্রবর্তী

ঘাইয়াথ আল মাধুনের কবিতা

অনুবাদ

মানস চক্রবর্তী

আমি আর নীনা হেঁটে চলেছি

কেন মানুষ
বেঁচে থাকতে থাকতে ভেসে যেতে পারে না
কেন তলিয়ে যায়
মরে গেলে?

অ্যাড্রিনালিন

গণহত্যা

হত্যা শব্দটা নিজেই মরে গেছে। সেই এখন গিলতে বসেছে আমার সমস্ত বন্ধুদের। আলোনা চিবিয়ে খাচ্ছে। বন্ধুরা আমার কবি ছিল একদা। এখন তাদের রিপোর্টারস উইদাউট বর্ডারস নামে চেনে সবাই। মনমরা কবি ছিল তারা। এখন শ্রান্ত অবসন্ন মানুষের দলা। দিনান্তে তারা সাঁকো পার হয় দ্রুত পায়ে হেঁটে। দুনিয়াজোড়া নেটওয়ার্কের নাগালের বাইরে মরে যাচ্ছে চুপচাপ। আমি তাদের দেখব বলে চোখে পরে নিয়েছি নাইট ভিশন গগলস। অন্ধকারে হাতড়াই তাদের ওম। ওই যে— পড়িমরি ছুটছে— হায়! যেদিকে ওঁত পেতে আছে থাবা, সেদিকেই কেন জোরে ছুটে যাচ্ছে ওরা! কেন মাথা পেতে দিচ্ছে এই হাঁড়িকাঠে! গণহত্যা-নরসংহার-হত্যালীলা-নরমেধ সবকটা শব্দই অহেতুক গম্ভীর। এগুলো দিয়ে আমার বন্ধুদের দশা ঠিকঠাক বলা যাবে না। এই সব শব্দ কোনো পেনসানখোর কর্নেল ছন্দমিলিয়ে লিখুকগে— ইজিচেয়ারে চা খেতে খেতে মহাকাব্য রচনা করুক চাইলে। আমার বন্ধুরা গণহত্যার শিকার না। আমার বন্ধুদের সে থিকথিকে ভিড়ে হন্যে হয়ে খুঁজেছে মায়ের মতো। কোথা থেকে না কোথা থেকে ফিঁড়ে এনে কচুকাটা করেছে। এমনিতে গণহত্যা সুপরিকল্পিত সাংগঠনিক কাজ। পরিকল্পনা সংগঠন এসমস্ত কথা উঠলেই বন্ধুদের মনে পড়ে যাবে বিদ্রোহের কথা। বিদ্রোহের স্বপ্নই তো এই হাল করেছে বন্ধুদের।

গণহত্যা সক্কালসক্কাল উঠে আমার বন্ধুদের রক্তের মধ্যে ঠান্ডা জল মিশিয়ে ভালো করে স্নান করায়। বাসি জাঙিয়া কেচেকুচে সাফ করে। চা-পাউরুটি খাওয়ায় যত্ন করে। তারপর শিকারের গল্প বলে। শেখায় শিকারের খুঁটিনাটি। ওহে মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র! তোমার থেকে গণহত্যা আমার বন্ধুদের প্রতি অনেক বেশি দয়ালু। যখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সবাই, গণহত্যা বন্ধুদের জন্য কোল পেতে দিয়েছে। বন্ধুদের প্রত্যেককে নামে চেনে সে। আর সাংবাদিকরা হাতড়ায় সংখ্যা— তেরোজন পঁচিশজন হাজার দশহাজার। কাছে টেনে নেবার আগে সেই একমাত্র, একবারও জিজ্ঞেস করেনি— কী তোমাদের কুলপরিচয়, কে কে আছে বাড়িতে, কী কর, রোজগার কত? কিচ্ছু এসে যায় না তার— কবি না বুদ্ধিজীবী। গণহত্যা খুবই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলে। কেমন দেখতে

তাকে?
ঠিক যেমন দেখায় মৃত বন্ধুদের চোখমুখ।
ঠিক যে নামে ডাকলে সাড়া দেয় হতভাগ্য স্বামীহারা তরুনীরা—
গণহত্যাকে সেই নামে ডাকো তুমি।
বন্ধুদের মতোই পার করে যায় গ্রাম-পাড়া-জমি-জিরেত। বন্ধুদের মতোই আচমকা ভেসে ওঠে ব্রেকিং নিউজ হয়ে। গণহত্যার হাবভাব বন্ধুদের মতোই—খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ।
কেবল হতদরিদ্র গ্রামের যে স্কুলে বন্ধুদের পৌঁছবার কথা ছিল, অনেক আগেই সে এসে পৌঁছয়।

গণহত্যা মরে হেজে যাওয়া একটা রূপক— যার কোনো ছবি নেই আর— মাথামুড়ো নেই— টিভির পর্দা থেকে বেরিয়ে এসে আমার বন্ধুদের মাথা চিবোচ্ছে। নুন ছাড়া। এক কণা লবন নেই তার।

দামাস্কাস হটে গেছে

কবিতাটা লিখেছিলাম এক নারীর জন্য। আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। অন্য পুরুষ আছে এখন তার। আমার আছে এই কবিতা।

যখন দামাস্কাস ছাড়ছি, আমি অনড় ছিলাম। দামাস্কাস সরে আসছিল। ব্যাপারটা আইনস্টাইন থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে ব্যখ্যা করতে চেয়েছেন। লিফস অফ গ্রাসে হুইটম্যানও তাই করেছিলেন। আমি তোমার বুকে মাথা রেখে এসব কথা বলে চলেছি চাপা গলায়—

দামাস্কাস অচেনা হচ্ছিল ক্রমশ। আমাকে তো জানো। চেনো আমার মন। নিজেকে অতি যত্নে পাট করে রাখি সুটকেসে। দামাস্কাস ছেড়ে যাবার পর আর প্রেম আসেনি। জর্ডন মরুপ্রান্তরের নেকড়েগুলোর মতো হাহাকার করে ওঠে আমার হৃদয়। পুরোনো রোগ আমার। বুঝি ধৈর্যই নিরাময়, কিন্তু কী করব বল— আমার স্বভাব!

আমাকে তো জানো। চেনো আমার মেজাজ। তোমার আহ্লাদি কন্ঠস্বর শান্ত করতে পারত তাকে। আমার চামড়ায় পোশাক বানিয়ে পরত বলেই উত্তরে আরবদের সঙ্গে লড়ে যেতে পেরেছে বেদুইনরা। মেজাজ বশে আনতে কখনো উড়িয়ে দিতাম কিফের মেঘ। বল, কী করে তোমার ঘরে উঠে আসতাম পাকাপাকি! নিয়তি ঠিক করে রেখেছে— আমাকে এই উপত্যকা থেকে ওই দেশ ছুটে বেড়াতে হবে। কী করে হিল্লে হবে আমার! মিশরের মাওয়াল গান— তার কবিতা, সেই কবেই আমায় কেড়ে নিয়ে গেছে মায়ের কোল ছিঁড়ে। আর মৃত্যুর মতো স্পষ্ট তোমার কোমর, আমার পায়ে বেড়ি পরাতে চেয়েছে— লোভ দেখিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বন্ধুদের থেকে। কী করব বল! আদি কবি ইমরু আল-কায়েসের পিছু নিয়েছিল যেমন তার বন্ধুরা আমিও পিছু নিলাম তোমার। এক শতাব্দী থেকে আর এক শতাব্দীতে— এক দেহ থেকে অন্য দেহে— ভাইয়ের থেকে, পিতামাতা-পরিজন-প্রেমিকার থেকে যেমন লোকে পালিয়ে বেড়ায়, আমিও কি তেমনই হন্যে হলাম?

দামাস্কাসের সে কি হানটান! আমি ছিলাম গ্যাঁট হয়ে। আমার সুটকেস তড়িঘড়ি আগে আগে হাঁটে। আমার মন চলে যায় আরব বকরমবাজির পিছুপিছু। আমার হৃদয় তুমি তো জানোই বিরাট তড়বড়ে। রাতের বেলা যখনই গুহা থেকে বের করে চাঁদ দেখাই— ব্যাটা তোমার নাম ধরে ডাকে। আমিও তেমন ঢ্যাঁটা। অচল পাথর। কিছুতেই কাঁদব না।

কবিও পারে ছিঁড়ে খেতে

মেয়েটি বলেছিল আমাকে পেতে হলে পাহাড়টার দিকে তাকাও
—তাকালো মেয়েটির দিকে
পাহাড়ের দেখা পেতে চায় ওরা
যখনই তোমায় দামাস্কাসের কথা শোনাই
শহরটা যেন আরও কাছে চলে আসে
ঠিক যেমন মানুষ আয়নায় সরে আসে আরও একটু কাছে

দেখেছি, যারাই আমাদের কাছে টেনে নেয়— হৃদয়ে ঠাঁই দেয়
দূরে চলে যায় একদিন
তারপর কী প্রবল চেষ্টা— সবচে দ্রুত কীভাবে ফিরবে কাছে
এমনই হয়

প্রেমিকার কথা যখন মনে পড়ে— ভাঁজে ভাঁজে খুলে যায় স্মৃতি—
কবিও হয়ে উঠতে পারে নেকড়ে।
আর যদি তার মাথায় গিজগিজ করে অগাধ তত্ত্বজ্ঞান
পার্কের বেঞ্চ হয়ে অপেক্ষা করবে বিকেলের।

অজানা কোনো কারণে কেউ কারুর কথা শুনতে পায় না
এমন একটা শহর—
হয়ে উঠতে পারে
ছোট্ট থিয়েটারের ব্যাকস্টেজ সাজঘর
আমিও পারি বিশেষ কোনো কারণ ছাড়াই তোমায় ভালোবাসতে

আমার কাছে যদি
যেকোনো একটা দেশের পাসপোর্ট থাকত
তোমার প্রেমিকের চেয়ে পাঁচ মিনিট আগেই পৌঁছতে পারতাম
এয়ারপোর্টের নিরাপত্তারক্ষীদের বলতে পারতাম তোমার কথা
তুমিই হতে পারতে আমার সমস্ত দাবির একমাত্র প্রমাণ
এই সমস্ত দেরিগুলোর জন্যই

পাসপোর্টের ছবির থেকে বেশ খানিকটা রোগা দেখাচ্ছে আমায়।

তোমার কানে যে যে মন্তর দিয়েছি
সেগুলোই আবার নতুন করে অন্য কাউকে বললে
কামাতুর কবিতা হয়ে উঠবে
আমার মনে হয় কিছু কিছু স্বপ্নের আশা এখনো মরেনি
পদার্থবিদ্যা আজও কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি আমাদের ব্যাপারে
মধ্য এশিয়ার কবিতার ব্যাপারে

আবার তোমার প্রেমে পড়তেই পারি
কার্ল মার্ক্সের কথা রাখতে—
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হিসাবে।
আমাদের বাড়িটা আবারও গমগম করে উঠবে বন্ধুদের হাসিঠাট্টায়
আমাদের মেয়ে হবে।
তোমার মতো চালচলন গড়নবলন
আমার মতো চোখদুটি।
আর ২০০৮-এর সেই সন্ধ্যায় আমিও হয়ত দামাস্কাস ছাড়তাম না

বোঝাই যাচ্ছে আমাদের দেখা হয়নি আদৌ
তোমাকে বলা হয়নি তুমি কতটা কাছের
যতবার তোমায় দামাস্কাসের কথা বলেছি
অথবা যখনি তোমার কথা শুনিয়েছি তাকে
আয়নায় ভেসে ওঠা সেই ছবি সাক্ষী
যাদের কাছে মন পড়ে আছে
যাদের নিঙড়ে নিয়েছে ধান্দাবাজ ধ্বংসপ্রতিভা
তারা আজকাল ভূমধ্যসাগর বলে ডাকে আমায়

বিস্ফোরণের আগের মুহূর্তে

গতবছর এজরা পাউন্ডের কবিতারা আমার লাইব্রেরিতে আত্মহত্যা করে।
ওরা ঘাতকের সঙ্গ করতে পারছিল না আর।

ঠিক যে মুহূর্তে দ্বিতীয় হাতটা বাড়িয়েছে
সেই সময় প্রথম বোমাটা মাঝ আকাশে গোঁত্তা খাচ্ছে
থমকে গেছে মৃতদের আছুড়িপিছুড়ি
এঘরের কানে ওঘরের ঠোঁট ঘেঁষে আসা— যেন ফ্রিজ দৃশ্য
রান্নাঘরের তাকে কাপগুলো এ—ওর ঘাড়ে উঠতে উঠতে থমকে আছে

ঠিক যে মুহূর্তে কঠিন অবস্থা থেকে গ্যাসে রূপান্তরিত হচ্ছে টিএনটি— আমি শুনতে পেলাম তোমার নৈঃশব্দ। স্মৃতিগুলো যেন বৃষ্টিকে জড়িয়েমড়িয়ে নেমে আসছে। আওয়াজ স্পষ্ট কানে এল আমার। স্কাইপিতে শুনতে পেলাম। তোমার আঙুল নিয়ে খেলা করেছি। আদর করেছি তোমায়। ছেড়ে চলে এসেছি। তোমায় আশ্লেষে জড়িয়ে নিয়েছি। থেকে গিয়েছি। পাগলের মতো চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিয়েছি তোমার শরীর। গান ভেসে উঠেছে রেডিওতে। খবর ফেটে পড়েছে। ফেটে পড়েছে একেশ্বরবাদী ধর্ম। আমাদের গ্রুপফটোর মধ্যে লাজুক দাঁড়িয়ে থাকা কবিতাও ফেটে পড়েছে।

অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছনোর ঠিক আগের মুহূর্তে শিশুদের শরীরে গজিয়েছে ডানা। যাতে তারা উড়ে যেতে পারে। ঠিক এই গুণটির কথাই ল্যামার্ক বলেছিলেন পন্ডিতরা বিশ্বাস করেননি। একটি অলৌকিক মুহূর্ত— হায়! কখনো ঘটল না।

খবর ছড়িয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে আমি তুলে নিলাম কয়েকটি মুক্ত সংখ্যা। ধরা যাক, ছয় নম্বর আঙুল (আমার মধ্যমা নেই আর যে তোমার নাকের ডগায় উঁচিয়ে ধরব)। তরুণ আরব, বুড়ি ইউরোপের রাস্তা ভরিয়ে দিচ্ছে (মেট্রোয় বয়স্কদের জন্য সিট ক্রমশ বাড়ছে)। ফালাফাল আর পেটাইরুটির দোকান খুলেছে স্টকহোমে (সন্ধ্যার পানাহারের পর দারুন লাগে খেতে)। ধর্মোন্মাদগুলোর জন্য সিট বরাদ্দ হয়েছে পার্লামেন্টে (নিও নাজিদের সঙ্গে লড়ার যাহোক একটা ছুতো তো মিলল)।

স্তব্ধতার ঠিক আগে আমি নাড়া দিলাম রুটির গাছে— আমার বন্ধুদের যাতে

মরতে না হয় অভুক্ত। নাড়া দিলাম রুটির গাছে। খসে পড়লে তুমি। খসে পড়ল আমার মুখ। ইউনাইটেড নেশনস মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র ইউনেস্কো রেড ক্রস অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশানাল হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সিকিউরিটি কাউন্সিল রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস ডক্টর উইদাউট বর্ডারস নন অ্যালায়েড মুভমেন্ট ইন্টারন্যাশানাল ক্রিমিনাল কোর্ট সকলেই খসে পড়ল। বাকস্বাধীনতার অধিকার উন্নত দুনিয়া গণতন্ত্র নারীঅধিকার ধুলোয় গড়াগড়ি খেল। নেকড়েটা লাফিয়ে উঠল বিজয় উল্লাসে।

নরমেধের সেই রাস্তায় এক ট্রাফিকপুলিশ আমার পথ আটকাল।
ফাইন করল
কী না এত জোরে যাওয়া বারণ
কী খেয়েছ তুমি?
প্রেমিকার ঠোঁট।

আমরা কেন মাসের শেষে বেতনের জন্য অপেক্ষা করব?
কেন অপেক্ষা করব বর্বরদের জন্য?
সান্তাক্লজ আর তার উপহার কিংবা বাসের জন্য কেন করব অপেক্ষা?
দুনিয়াটা সোজা যাচ্ছে এক কমেডি নাটকের দিকে
আর তুমি দুপুর পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছ?
যেন বোমাটা ব্রেকিং নিউজ শুনে ধীরে সুস্থে নেমে আসবে
দুনিয়াটা সুসংগঠিত এক বেশ্যাবৃত্তির দিকে ধেয়ে যাচ্ছে সোজা
— প্রিয়তমা তুমি কি কখনো বেশ্যাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে নেবে ভেবেছ?
— না
—তুমি তার মানে না খেয়ে মরার চেষ্টাও করনি কোনোদিন। পরস্পরের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ট। একই প্যাকেজ। স্পেশাল অফার। একটা
কিনলে আর একটা ফ্রি

চটপট বলি শোনো— খুব ভালোবাসি তোমায়। কিন্তু আমার কবিতা ঠিক করেছে উত্তরে চলে যাবে
— তুমি কি একটা হিমশীতল শহরে গরম বিছানা চাও?
— না। আমার পছন্দ গনগনে ফুটতে থাকা শহরে শীতল বিছানা। স্বর্গও যে বন্ধুদের ছাড়া নরক হয়ে যায় হে

আমি কেমন করে...

ঝোলা বারান্দা থেকে তার দুঃখগুলো হাত ফস্কে পড়ে খানখান হয়ে গেল একদিন। এবার নতুন দুঃখ চাই একটা। দুজনে হাত ধরে বাজারে গিয়ে দেখি আকাশছোঁয়া দাম। বললাম সেকেন্ডহ্যান্ড দিয়েই চালিয়ে নাও নাহয়। বড়সড় একটা পেয়েও গেলাম— বেশ তরতাজাই আছে বলা যায়। দোকানদার বলছিল গতগ্রীষ্মে আত্মহত্যা করা এক তরুণ কবির দুঃখ ছিল সে। পছন্দ হল সঙ্গিনীর। কেনা হল। দরদামও হল খানিক। রফা হল— আমরা ১৯৬০ সালের আর একটা উদ্বেগ ফ্রি পাব। রাজি হয়ে গেলাম। ফ্রিয়েরটা পেয়ে আমার বেশ আনন্দই হচ্ছিল। টের পেয়ে সে বলল— এটা তোমার। হাত পেতে নিয়ে ব্যাগে রাখলাম। তারপর সোজা বাড়ি। সন্ধ্যায় মনে পড়ল উদ্বেগের কথা। ব্যাগ থেকে বার করে নেড়েচেড়ে দেখলাম। পঞ্চাশ বছর ধরে ব্যবহার করার পরও একেবারে নতুনের মতোই আছে— টাটকা। দোকানদার খেয়াল করেনি বোধহয় কিংবা বোঝেনি তরুণ কবির বেদনার চাইতে অনেক দামি এই পুরোনো উদ্বেগ। ব্যাটার টিকে থাকার আকুলতা আমায় টানছিল সবচে বেশি। অসম্ভব সুন্দর গড়ন— একেবারে নিঁখুত— অনন্য কৌশলী হাতে গড়া। নিশ্চই কোনও বিপুল জ্ঞানী মানুষের হবে। কোনো কয়েদিরও হতে পারে। ব্যবহার করতে শুরু করলাম। সেই থেকে অনিদ্রা আমার নিত্যসঙ্গী। শান্তিচুক্তির পক্ষে প্রচার করতে শুরু করে দিলাম। আত্মীয়বন্ধুর বাড়ি যাওয়া বন্ধ করলাম। আমার বুকসেলফে অসংখ্য স্মৃতি জমতে শুরু করল। আমি কোনো কিছুতেই মতামত দেওয়া থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। কেবল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া। দেশ নয়, এই এত মানুষ নয়, মানুষের আমিটা অনেক বেশি আদরের হয়ে উঠল আমার কাছে। অবসাদ গ্রাস করল। কিন্তু সবচেয়ে নিবিড় টের পাচ্ছিলাম— ক্রমশ একজন কবি হয়ে উঠছি আমি।

নারীরা

সেই শুরুর দিন থেকে যে মহিলারা আঙুর বেচছে
ইউরোপ গলায় মাদুলি করে ঝুলিয়ে রাখে তাদের সতীত্ব
মধ্যযুগে ডাইনি শিকার চলত রমরমিয়ে
উনিশ শতকের নারীরা লিখতে বাধ্য হতেন ছদ্মনামে
নইলে প্রকাশক মেলা দায় হত
শ্রীলঙ্কায় চা-পাতা তোলেন যে মেয়েরা
যুদ্ধশেষে নতুন করে বার্লিন গড়ে তুলেছিলেন যে মেয়েরা
মিশরে তুলো চাষ করেন
যাতে ফরাসী সেনার হাতে রেপ না হতে হয়
শরীর জুড়ে গু মেখে রাখেন আলজিরিয়ার মেয়েরা
কুমারি মেয়ের থাইয়ের উপর সিগার রোল করলে নাকি নেশা বেশি হয়
কিউবার মেয়েদের তাই কুমারি থাকতে হয় চিরকাল
লাইবেরিয়ার ব্ল্যাকডায়মন্ডরা
ব্রাজিলের সাম্বা নর্তকী
অ্যাসিডে পোড়া আফগান রমনী
মা গো
আমায় মাফ করে দাও

৪৯৭৮ এবং একটি রাত

চোদ্দ বছর জেল খাটা কবি ফারাজ ব্যারাকদারকে

৪৯৭৯
কোনো গোপন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর নয়
কোনো কিউবিক ইকুয়েসানও নয়
তোমাদের দিব্যি
কার্যকারণহীন কোনো এলোমেলো সংখ্যাও নয়
লটারি লেগে যাওয়া নম্বর— না তাও না
দাগি একটা সংখ্যা
মোবাইল নম্বরও না আর গাড়ির নাম্বারপ্লেটেও পাবে না

৪৯৭৯
মানে ক্রমশ বাড়তে থাকা যন্ত্রণা
নেকড়ের বোঁটকা গন্ধ

মানে
১১৯হাজার ৪৯৬ঘন্টা
মানে
সত্তর লক্ষ ১৬৯হাজার ৭৬০মিনিট
মানে
চারহাজার তিরিশলক্ষ ১৮৫হাজার ৬০০সেকেন্ড

৪৯৭৯ দিন
মানে
তুমি ১৩জন পরিত্যক্ত নারীকে হারিয়েছ
সাঁইত্রিশটা সম্পর্ক ঘুচে গেছে তোমার
দুই সন্তান হারিয়েছ—
যাদের কখনো জন্মই দিতে পারোনি

পেয়েছ এই ৪৯৭৯টি দিন
হারিয়েছ দামাস্কাসের অলিতেগলিতে ৪৬৫হাজার ৩২৮টা পদক্ষেপ
তোমাকে ছাড়াই শোকসভা হয়ে গেছে ১১৪টা
১৩হাজার ৭১২টা বিয়ারের মধ্যে
মাত্র তিনটে পড়ে আছে

মানে তুমি ২৭২টা বাস মিস করনি
এগারো বার লটারির জেতার সুযোগ হারিয়েছ

৪৯৭৯
মানে সাড়ে তিনটে বিশ্বকাপ নেই হয়ে গেছে
চোদ্দটা নববর্ষ ফিরে গেছে তোমাকে ছাড়া
এর মধ্যে ঘটে গেছে একটা সোভিয়েত ইউনিয়ানের পতন
ভাবো
মাত্র একবার

৪৯৭৯
মানে ৪৯৭৮ আর একটা রাত
কেটে গেছে শাহরেজাদকে ছাড়া
৪৯৭৮ আর একটি রাত শাহরিয়ার একা
শাহরিয়ারের মৃত্যুও তুমি দেখতে পেলে না

মাউন্ট কাসিওউন

আনিশ কাপুরের জন্য কবিতা

ছোট্ট একটা পাহাড়। মেঘের মতো। সবকিছু ছাড়িয়ে—
নেই এরও উপরে খাড়া।
পাখিরা আকাশের যতটা উঁচু ছুঁতে পারে, তত উঁচুতে। গাছের মতো বিশাল।
একা।
মোবাইল আবিষ্কারের আগে পাখিদের সঙ্গে কথা হত পাখিদের।
স্মৃতিগুলোকে মরতে দিত না ওরাই।

ছোট্ট এক পাহাড়কে স্বপ্নে দেখত একটা শহর। পছন্দ করত মেঘ। সবকিছুর পরও থাকত একা। তিরিশ ভূমিকম্প আগে শেষ দেখা হয়েছিল পাহাড়ের সঙ্গে পাহাড়ের। ঘরোয়া কোঁদল— আর মুখ দেখাদেখি নেই।

ছোট্ট একটা পাহাড়। কবিদের কল্পনা— ষাঁড়ের শিং ফস্কে পড়েছিল একটা পাথর। একদিন শিকার করতে গিয়ে আবিষ্কার করে— না না এ তো মেয়ে পাহাড়। এক শিকারের মরসুমে প্রথম টের পায়। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এখনো জানে না কত সাল ছিল সেটা। কবিরা একটা কবিতাকে তাড়া করছিল। কবিতা অনুনয় করছিল আশ্রয়ের জন্য। তখনই নিরস্ত্র আশ্রয় দিয়েছিল একটা গুহায়। কবিরা জানত না গুহা নয়, প্রবেশ করছে তার যোনিতে। সেবারই প্রথম মিলিত হয়েছিল মানুষ ও পাহাড়। জন্ম নিয়েছিল একটা শহর। পণ্ডিতরা বলে সেই শুরু। কবিরা বলেন দামাস্কাস। প্রথম বৈধ যৌননিপীড়ন। প্রথম শহর।

পাহাড়টার ফিজিক্স পরীক্ষায় ফেল করার দিন আর এক পাহাড় আওয়াজ করে হাই তুলল। যেন কিচ্ছু হয়নি এমন ভাব করে পাশ ফিরল শহরটা। কে বলেছে পাহাড়েরা পরস্পরের কাছে বেড়াতে যায় না। আমি তোমার ভুল ভেঙে দিচ্ছি— মহম্মদ যদি পাহাড়ের কাছে না যায়, পাহাড় আসে মহম্মদের কাছে। না। ঠিক করে দিই আবার— কাপুর যদি পাহাড়ের কাছে না যায় পাহাড় আসবে তার কাছে।

আমরা

আমরা যারা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছি, যাদের মাংস বাষ্পের মতো বাতাসে ভাসছে— সনির্বন্ধ ক্ষমা প্রার্থনা করছি এই মহান সভ্যতার কাছে, নারী পুরুষ শিশুদের কাছে। কারণ, অনুমতি ছাড়াই আমরা ঢুকে পড়েছি তাদের নিরালা গেরস্থালিতে। তাদের স্বচ্ছ শুভ্র স্মৃতিতে আমাদের ছিন্নভিন্ন প্রত্যঙ্গের ছোপ লাগিয়ে ফেলেছি। কারণ আমরা স্বাভাবিক মানবশরীরের ধারণাকে ক্ষুণ্ন করেছি সমস্ত মানুষের মনে। কারণ আমরা বেয়াদপি করে লাফ দিয়ে ঢুকে পড়েছি— রক্ত আর পোড়ামাংস সমেত, নগ্ন— ব্রেকিং নিউজের ভিতর, ইন্টারনেটে— খবরের কাগজের প্রথম পাতায়। আমরা ক্ষমা চাইছি তাদের কাছে যারা সাহস করে আমাদের ভয়ানক ক্ষতগুলোর দিকে সরাসরি তাকাতে পারছে না। তাদের কাছেও, অকস্মাৎ টিভিতে আমাদের টাটকা মরে যেতে দেখে যাদের রাতের খাওয়া ফেলে উঠে পড়তে হয়েছে। ক্ষমা চাইছি তাদের কাছে যারা কোনো মেকাপ ছাড়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন আমাদের দেখে কষ্ট পেয়েছে। আমাদের ঘাট হয়েছে, আপনাদের টিভির পর্দায় ভেসে ওঠার আগে আমাদের উচিত ছিল— শরীরের ছিন্নভিন্ন অংশগুলো জুড়ে নেওয়া। ইজরায়েলি সৈনিকদের কাছেও ক্ষমা চাইছি, আমাদের টুকরোটুকরো করে উড়িয়ে দেবার জন্য— তাদের কষ্ট করে যুদ্ধবিমানের সুইচ টিপতে হয়েছে। আমরা দুঃখিত খোলা মাথা লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ার পর আমাদের বীভৎস দেখতে লেগেছে তাদের। খুব খারাপ লাগছে— এই যে আগের মতো মানুষ হবার জন্য তাদের ঘন্টার পর ঘণ্টা কাটাতে হচ্ছে ডাক্তারখানায়। যখনই দুচোখ এক হয়েছে— তাড়া করেছে আমাদের খণ্ড খণ্ড শরীর। আমরা সেই জিনিস, যেগুলো আপনারা নিয়ম করে টিভিতে দেখেছেন। যদি কেউ জিগ-শ পাজেলের মতো জোড়ার চেষ্টা করতেন স্পষ্ট দেখতে পেতেন আমাদের মুখ। এতই স্পষ্ট যে আপনাদের ইচ্ছে বলে বস্তুটা মরে ভূত হয়ে যেত।

দামাস্কাসের জন্য

দামাস্কাসের ফুটোফাটাগুলো দিয়ে গ্রীষ্ম রসছে— আমি মরে যাচ্ছি। পকেটে টান থাকলেই কেবল ভেবলে থাকি আমি। নচেৎ ক্যাফের টেবিলে কে আর আমার মতো প্রাণ খুলে হাসতে পারে! সেই আমি, জঙের মতো হামাগুড়ি দিচ্ছি জেলখানার দরজায়। জেলখানা এখন মিউজিয়াম। দামাস্কাস— আমার ভাঙা ঘর! মাউন্ট কাসিওউন— আমার জন্মদাগ! সন্ধেবেলা ঘুরে বেড়াতাম কোথায় না কোথায়! যেন বাদামওয়ালা— ক্রিংক্রিং বেল বাজিয়ে দুয়ারে দুয়ারে অবকাশ বিলি করছি। উটকো লোক ভবঘুরে বেড়াতে আসা লোকজন বন্ধু ছিল আমার। কোনো আগল ছিল না। আনন্দের একটা দানা কখনো ভুলেও ফাঁকি দেয়নি আমায়। হ্যাঁ কখনো কখনো হাসি-মশকরায় ফেটে পড়তে পড়তে কেঁদেও ফেলেছি। শপিংমলের চটকদার জামাকাপড় আর গরিবলোকের বাজারের থলির এক আশ্চর্য মিক্সচার ছিলাম আমি। আমাকে দেখাত পাকা গমক্ষেতের মতো আর বচন ছিল কাটাকাটা। পুলিশ মাস্টার আর খবরিরা আমার দিকে আড় চোখে তাকাত। মেজাজ চটকে ফ্যাকফ্যাক করে হেসে উঠতাম। ওদের হাসিতে ঝরে পড়ত নাকেকান্না। দামাস্কাস আমার। আমি কাউকে ঘেঁসতে দেব না। এক শয়তান আর বেশ্যা ছাড়া। আমি সিঁড়ির ধাপ হয়ে হুড়মুড় করে নামছি তলানিতে। আমি বালির উপর চোরেদের পায়ের ছাপ। এই আমি শরীর বিছিয়েছি ভরঘুরেদের জন্য। আমি সেই টুকোরো টাকরা গপ্প যেগুলি মুরুব্বিরা তাদের প্রবচন থেকে ছেঁটে ফেলেছে। ফলে হারিয়ে গেছে তাদের বাণীর ঐশ্বর্য। আমি চড়ুইদের কাঁটাতার ছিন্ন করব একদিন। পাহাড়ে ভরে দেব সমুদ্রের উচ্ছ্বাস। সরকারি স্কুলে আমাদের এসবই পড়ানো হয়েছে। তারপর খরগোস বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে হ্যাঁহ্যাঁ বলা ঘাস ছিঁড়তে। আমি বলে দিচ্ছি কাউকে ঘেঁসতে দেব না, স্নানের সময় দামাস্কাসের উপর আড়চোখে তাকানো বরদাস্ত করব না একদম। তফাত যাও সবাই ও এখন স্নান করবে, কাপড় সরাচ্ছে স্তনের উপর থেকে। আমি রইলাম দরজায়। তোমায় ঢুকতে দেব না কোনোমতে।

এসে দাঁড়াইনি আমি

উত্তরে— ঈশ্বরের প্রাচীর দেওয়ালের খুব কাছে, উন্নত সংস্কৃতির ফুরফুরে হাওয়া এসে লাগছিল আমার গায়ে। টেকনলজির কেরামতি, মানবসভ্যতার সর্বাধুনিক আবিষ্কারের মজা নিচ্ছিলাম। আচ্ছন্ন ছিলাম নেশায়, যে নেশায় পড়লে বিপদের ভয় কেটে যায়, যে নেশায় থাকলে সামাজিক সুরক্ষা স্বাস্থ্যবিমা এবং বাকস্বাধীনতা ভোগ করা যায়। পড়ে পড়ে গ্রীষ্মের রোদ মাখছিলাম যেন আমি এক শ্বেতাঙ্গ। ভাবছিলাম দক্ষিণদেশের কথা— অজুহাতের জাল বুনছিলাম কেন পালিয়ে এলাম। ইমিগ্র্যান্ট পর্যটক উদবাস্তু পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে— সত্যিকার নাগরিক ভুয়ো নাগরিক, কর ফাঁকি দেওয়া মানুষজন, মাতাল, নতুন পাটে বসা বড়লোক, দাঙ্গাবাজ সকলেই একএক করে এল গেল চোখের সামনে দিয়ে, যখন আমি উত্তরে বসে দক্ষিণের কথা ভাবছিলাম— গল্প বুনছিলাম ঠিক কেমন পাকেচক্রে পড়ে আমার আর যাওয়া হল না। গল্প ফাঁদছিলাম টানাপোড়েনের— তোমাদের মাঝে কেন যেতে পারছি না এই মুহূর্তে।

হ্যাঁ, আমি যাইনি। আমার কবিতার, যে রাস্তায় দামাস্কাস পৌঁছনোর কথা ছিল সেই রাস্তা কেটেছে পোস্টমর্ডানিজম। কীভাবে! আমার বন্ধুরা অসম্ভব দ্রুতিতে ভগবানের দিকে ধেয়ে গেছে— আমার কম্পিউটারের প্রসেসারের চেয়েও দ্রুত। এছাড়াও মহিলাসংক্রান্ত একটা কারণ আছে। উত্তরে এক মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হবার সাথে সাথে স্তন্যপানের স্বাদ ভুলেছিলাম আমি। আর তাছাড়া— অ্যাকোরিয়ামের মাছগুলোর কী হত? আমি না থাকলে কে তাদের খাবার দেবে—

আমি যাইনি। আমার অতীত আর এখনকার অবস্থার ফারাক আমায় বুঝিয়েছে আইনস্টাইনই ঠিক। এতদিনকার জমানো জিনিসপত্রের সঙ্গে আলোর গতির বর্গফল গুণ করলে যা দাঁড়ায়, আমার আকাঙ্ক্ষার শক্তি তার কমও না বেশিও না— একেবারে সমান।

আমি যেতে পারিনি, আমার উপায় ছিল না। হ্যাঁ বিরাট ঝক্কি পোয়াতে হয়েছে তার জন্য। আমি এখন রীতিমতো একজন বিশেষজ্ঞ। একটা ডাইরি জোগাড় করেছি— যতবার যেতে চেয়েও যেতে পারিনি, নিয়ম করে লিখে রাখি সেসব কথা— সেইসব মুহূর্তের ভাবনা। আমার কাছে এমন সমস্ত স্মৃতি আছে যা আদপে ঘটেনি কোনোকালে।

আমি উপস্থিত না থাকতেই পারি— আসলে আমি ছিলামই না কখনো। কোনো অস্তিত্বই ছিল না আমার। আমার ফুসফুসে কোনোদিনই বাতাস ঢোকেনি, আমার শত্রু ছিল না কোনোদিন, যেন আমি নিজেই স্মৃতি— নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি কবে। ছোঁয়াচে অসুখ— যে নিজেই কোমায় চলে গেছে।

যেতে পারিনি কেননা আমি নিভৃত জীবনের সঙ্গে ঠান্ডা লড়াইয়ে ব্যস্ত। অন্ধকার আমায় প্রতিনিয়ত এলোপাথাড়ি গোলা ছোঁড়ে। অবসাদ গেড়ে বসে নিয়মিত। রান্নাঘরের মতো একা, গ্রীষ্ম আর আমার মাঝে খাড়া চেকপয়েন্ট— আইনি আর কার্যকরি ক্ষমতা ভাগাভাগি করা আমলাতন্ত্র। ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের ঘ্যানঘেনে এটা কর ওটা কর।
অনেকক্ষণ যুদ্ধ নিয়ে বকবক করেছি এবার চল শোনাই খানিক শান্তির কথা। যে শান্তি আমি এই উত্তরে পেয়েছি। চামড়ার রঙের ক্রমফারাকের গপ্প শোনাই এসো। কেমন লাগে বল দেখি, গলায়গলায় দোস্ত যখন ঠিক করে তোমার নামটাই উচ্চারণ করতে পারে না! কালোচুলের কথা বলি, গণতন্ত্রের কথা— সবসমই ব্যাটা বড়লোকদের হয়ে কাঁদুনি গায়।
স্বাস্থবিমার কেচ্ছা শোনাই— কেচ্ছা কেননা, দাঁতের জন্য কোনও কভারেজ পাবে না তুমি। দাঁত শরীরের কেউ না। বিস্বাদ আনাজপাতি, গন্ধহীন ফুল, স্মিত হাসির আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকা গুমখুন-কাটাকাটি-জাতীয়তার কথা বলি। এসো তোমায় শোনাই ফাস্টফুডের গপ্প, ফাস্টট্রেন, ফাস্ট রিলেসানশিপের কথা— মৃদু লয় মৃদু যন্ত্রণা আর গুটিগুটি পায়ে হামলে পড়া মৃত্যুর কথা

আমি যদি বলি আমার জুতো বড্ড ক্লান্ত— তুমি বিশ্বাস করবে? যদি বলি, আমার ভিতর সত্যিসত্যি একটা নেকড়ে বাস করে— একবার রক্তের স্বাদ পেলে আর তাকে ধরে রাখতে পারব না, জানো! যদিও আমি কম্পিউটার স্ক্রিনে ঠায় বসে ছিলাম, তারপরও তুমি বিশ্বাস করবে আমার বন্ধুদের খুন করেছে যে সমস্ত বুলেট তার দাগ দগদগ করছে আমার সারা শরীর জুড়ে। তুমি কি ঘটনাচক্রে বিশ্বাস কর? খুব যত্নের সঙ্গে পরিকল্পনা করা হয়েছে একটা ঘটনাচক্র। ফলে আমি পৌঁছতে পারিনি। খুব চিন্তাভাবনা করে ঘটানো কিছু ঘটনা। ঘটনাচক্রে আমি আবিষ্কার করি ঘটনাচক্র বলে কিছু

হয় না ঘটনাচক্রে। ঘটে না বলেই সেটা ঘটনাচক্র। কথা হল, আমি সঙ্গীতের দিব্যি গালছি তাও কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে? গানের দিব্যি— ইউরোপিয়ান রেসিডেন্সিয়াল পারমিট, গুলি খাওয়া থেকে বাঁচায় বটে তবে নিজেকে মেরে ফেলার ইচ্ছাটা আরও নিবিড়ভাবে পেয়ে বসে ক্রমশ।

চলো, তোমায় সত্যিটা বলি, বলি— কেন আমি যাইনি। ঘটনাটা এক গ্রীষ্মের, দেশে এক দুঃখি মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তার এক হাতে ছিল অরণ্য আর ব্যাগে এক বোতল ওয়াইন। ঠোঁটে ঠোঁট রাখতেই এগারো মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা হয়ে গেল সে।

আমি যাইনি তার কারণ সেই মহিলা নন। সত্যিটা বলছি তোমায়— দামাস্কাস, আর এক মহিলার সঙ্গে আমায় পেড়ে ফেলেছিল বিছানায়। সামলে নেবার খুব চেষ্টা করেছিলাম। অনুনয় করে বলেছি— ব্যাপারটা আর কিছু না, মুহূর্তের ঝোঁকে ঘটে গিয়েছিল, ব্যাস। আর এমন হবে না। হেন জিনিস নেই, যার নামে দিব্যি গালিনি— চাঁদ, রংমশাল, মেয়েদের আঙুল। চিঁড়ে ভিজল না— চলে এলাম আমি এই উত্তরে।

যেতে না পারার কারণ এটাও নয়— সত্যিটা বলি— ছেলেবেলায় বাজারঅর্থনীতি নিয়ে কিচ্ছু জানতাম না। এখন অসম্ভব উন্নত একটি দেশের নাগরিক আমি— বাজারঅর্থনীতি নিয়ে কিছুই জানি না আজও।

আমি যে পৌঁছতে পারিনি তার কারণ এসব নয়। সত্যিটা বলি তোমায়— ফিরব ফিরব করছি এমন সময় আমার সুটকেসের সঙ্গে ধাক্কা লাগল একটা ব্রেকিং নিউজের। আমার ভাষা ভেঙে ছত্রখান। আশেপাশের লোক টুকরো টাকরা কুড়িয়ে ব্যাগে ভরে নিল— আমার আর ভাষা বলে কিছু থাকল না

ফিরিনি এসব কারণে নয় আমি সত্যিটা তোমাকে বলছি— আমি মৃত। বুঝেছ, মরে হদ্দ হয়ে গেছি আমি কবেই।

এসব কোনো কারণই নয় আসল সত্যিটা আমি তোমাকেই বলছি, শোনো—

খুঁটিনাটি

বুলেট শরীরে সেঁধোলে মানুষ মরে যায় কেন জানো?
কারণ আমাদের শরীরে ৭০ ভাগই জল
জলের ট্যাংকিতে ফুটো হলে যা হয় আর কী।

সরু গলিটার মুখে হেঁটে যাচ্ছিলাম এমনিই
কাকতালীয় ঘটনা
নাকি কোনো এক স্নাইপার লক্ষ্য রাখছিল আমাকে—
মেপে নিচ্ছিল প্রতিটা পদক্ষেপ?

ফালতু একটা বুলেটই তো ছিল
নাকি আমিই ফালতু
এই দামড়া বয়সে এর ওর পায়ে পায়ে জড়াচ্ছি

বন্ধু হয় আমার— বন্ধুত্বের গনগনে আঁচ?
কী করেই বা সম্ভব
আমি তো কোনোদিন আগুনের কাছে ঘেঁসিনি

তোমার কী মনে হয়
আমিই বুলেটটার রাস্তায় এসে পড়েছিলাম?
সে-ই আমার পথ আটকায়নি তো?
কী করে বুঝি বলো দেখি
কখন কোথায় এসে পড়বে— কোনদিকে যেতে চায়?

আচ্ছা, যেমন দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে বলা হয়
বুলেটের মুখোমুখি হওয়াটাকেও কি তেমনই মামুলি বলা যাবে?
আমার শরীর আর শক্তপোক্ত হাড়গোড় কি
বুলেটটাকেও চৌচির করতে পেরেছে?
ওর মৃত্যুর কারণ হতে পেরেছি আমি?
নাকি প্রাণে বেঁচেছে বুলেটটি?

আমাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল কি শেষমেশ?
এতই পলকা আমার শরীর?
তুঁতেফলের মতো ছোট্ট জিনিসিটাকে

আমার পৌরুষ কি নারী ভেবে বসেছিল?

বুলেটে আমার অ্যালার্জি আছে স্নাইপারটির দায় নেই জানার
এমন এক সিরিয়াস অ্যালার্জি— মানুষ মরে যেতে পারে

আমার দিকে তাক করার আগে
স্নাইপার অনুমতি নেবার প্রয়োজন মনে করেনি
ভদ্রতাকে সকলেই আজকাল বোকামি মনে করে

গভীর মনযোগে ভাবছিলাম বিপ্লব আর যুদ্ধের ফারাক নিয়ে
আর তখনই একটা বুলেট আমার শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল।
সেই সঙ্গে একটা বাতি নিভল।
বাতিটা জ্বালিয়েছিল সিরিয়ার কোনো এক প্রাইমারি স্কুলটিচার। এক প্যালেস্তাইনি রিফিউজির সঙ্গে একযোগে কাজ করছিল সে। ইউরোপে ইহুদিবিদ্বেষের সমাধান করতে গিয়ে ভদ্রলোক জমিবাড়ি খুইয়েছে। বাধ্য হয়েছে এমন একটা জায়গায় পাত্তাড়ি ফেলতে যেখানে তার সাথে দেখা হয়েছিল স্মৃতির মতো মেদুর এক মহিলার।

দুর্দান্ত অনুভূতি। শীতের সময় আইসক্রিম খেলে যেমন কনকনে একটা ব্যাপার হয়। যেমন ভরপুর কোকেন নিয়ে অজানা কোনো শহরে অচেনা কোনো মহিলার সাথে কোনো প্রোটেকশন ছাড়া সেক্স করলে যেমন হয়, কিংবা...

একটা লোক এমনি পায়চারি করছিল। মাঝপথে থেমে গেল তার কথা। যে কথা বলতে চেয়েছে তার অর্ধেক বলতে পারল কোনোমতে। এই আধ খাওয়া কথাগুলোকেই বিশ্বাস করা যায় কেবল। প্রেমিকপ্রেমিকার মতো পরস্পর ছুরি চালিয়ে দিলাম। এক মহিলা ইশারা করল অনুসরণ করতে। আমি করলাম। অমনি বেইমানির মতো দেখতে একটা সন্তান পেলাম আমরা। এক স্নাইপার খুন করল আমায়— আমি মরে গেলাম। বেড়াতে বেরোনো মানুষের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়তেই— তারা ভেগে গেল। বেড়াতে বেরোনো মানুষের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লে আমি ডুকরে উঠব কেন! পড়ে রইলাম, পালাইনি। আকাশ ভেঙে ফেটে পড়ল মেঘের মতো। কবি দলবেঁধে আত্মহত্যা করলেন। যদিও সে রাতে একাই ঘরে ছিলেন তিনি।

সেই একই রাতে অতর্কিতে বিস্মৃতি আক্রমণ করল আমায়। আমিও বেভুলে এক সৈনিকের স্মৃতি কিনে ফেললাম চড়া দামে। যুদ্ধ থেকে সে ফেরেনি কোনোদিন। যেমুহূর্তে নজরে পড়ল সময়ের গোলমালটা, তখন আর কোথাও পালাবার পথ ছিল না। ঠিক করলাম নাহ্ ঢের হয়েছে আর মরা যাবে না।

স্মৃতির থেকেও পুরোনো এশহর। বিষাদে ঘেরা তার সমস্ত অপরাধ। সময় নিজেই আজ অ্যাপয়ন্টমেন্ট রাখতে দেরি করে ফেলেছে। একঘেঁয়েমি দেওয়াল তুলেছে সময়কে ঘিরে, মৃত্যুকে দেখতে ঠিক আমার মতো। কবি তার কবিতায় এক নারীর দিকে ঝুঁকে কী যেন দেখছে। জেনারেল বিয়ে করেছে আমার স্ত্রীকে। শহরটা উগরে দিচ্ছে তার ইতিহাস, আমি ঘিঁটে নিচ্ছি সমস্ত রাস্তা, জনতা গিলে নিচ্ছে আমায়। আমি রক্ত বিলি করছি একে তাকে। একাকিত্বের মুখোমুখি বসে ওয়াইন খাচ্ছি। দোহাই, আমার শরীরটা স্পিডপোস্ট করে দাও— আমার আঙুলগুলোকে বন্ধুদের মধ্যে সমান ভাগ করে দিও।

কবির হৃদয়ের থেকে অনেক বড় এশহর— কবিতার তুলনায় এতটুকু। তারপরও বেশ বড়ই বলা চলে যত বড় হলে মৃতব্যক্তি কাউকে ঝামেলায় না ফেলে চুপচাপ সুইসাইড করে নেয়। শহরতলিতে জ্বলে ওঠে ট্রাফিক লাইট। সমাধানসূত্র হয়ে ওঠে পুলিশ আর রাস্তাগুলো দাঁড়িয়ে থাকে সত্যের সাক্ষী হয়ে

সেই সন্ধ্যায় আমার বুকের ভিতর উড়ছিল পায়রা। দামাস্কাসের এক মহিলা ধরে ধরে আমায় তার আকাঙ্ক্ষার বর্ণমালা শেখাচ্ছিল। সেই সন্ধ্যায় বিছানায় যে ঈশ্বরকে পেয়েছিলাম আর যে ঈশ্বর শিখিয়েছিল কবি শায়খ— আমি হারিয়ে গেছিলাম দুয়ের মাঝে পড়ে।
আমার মা-ই কেবল জানে আমি ফিরব না
আমার মা-ই জানে
আমার মা-ই কেবল
আমার মা
সততার দিনগুলিকে আমি কালোবাজারে বেচে একটা বাড়ি কিনেছি যুদ্ধ দেখব বলে। এত চমৎকার সেসব দৃশ্য, আমি লোভ সামলাতে পারিনি। আর

কী! কবি শায়খের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হল আমার কবিতা। বন্ধুরা বলল আমি পলাতক। চোখে সুরমা পরে আমি আরও বেশি বেশি আরব হলাম। স্বপ্নে উটের পবিত্র দুধ পান করে কবি হয়ে জেগে উঠলাম এক সকালে। কুষ্ঠরুগি যেমন তাকায় চারপাশে আমি তেমনি করে যুদ্ধ দেখতে থাকলাম। কবিতা আর সাদা মানুষ সম্বন্ধে— ইউরোপে মাইগ্রেসান সম্বন্ধে— স্বাভাবিক সময়ে টুরিস্টদের আর যুদ্ধের সময়ে মুজাহিদিনদের ডাকে যেসব শহর, তাদের সম্বন্ধে ভয়ানক এক সত্যে পৌঁছলাম। জানলাম সেসমস্ত মহিলাদের কথা যারা এমনি সময় জ্বলেপুড়ে মরে আর যুদ্ধের সময় কাজ করে যুদ্ধের রসদ হিসাবে।

বার্লিনের মতো পুনরায় জেগে ওঠা শহরের কিছু গোপন কথা থাকে সবাই জানে। না, সবার জানা কথা আমি আর ভ্যাজরভ্যাজর করে কপচাব না। বরং কেউ জানে না যে কথা, বলি— মরে যাওয়া লোকগুলো যুদ্ধের প্রকৃত ঝামেলা নয়, ঝামেলা তাদের নিয়ে— যারা বেঁচে ফেরে।

আমার জীবনের সবচেয়ে মধুর যুদ্ধ— রূপক আর কাব্যিক চিত্রকল্পে ভরা। মনে আছে কেমন ঘামের মতো অ্যাড্রিনালিন ঝরত, আর কালো ধোঁয়া বেরোত পেচ্ছাব দিয়ে। নিজের মাংস খেতাম— আর্তনাদ পান করতাম। হাড়জিরজিরে শরীর নিয়ে মৃত্যু— নিজের কবিতার ধ্বংসলীলার উপর ঝুঁকে পড়ে, আমার নুনে ঘসে ঘসে— নিজের ছুরি পরিষ্কার করত। শহরটা তার সন্ধ্যাকে পাঠাত আমার জুতো চুরি করতে। গলিগুলো মুচকি হেসে নিত। শহরটা আমার দুঃখের আঙুল গুনত বসে বসে— আর টুক করে ফেলে দিত ধেয়ে আসা রাস্তার দিকে। মৃত্যু কাঁদছে আর শহরটা তার হন্তারকের হালহদিশ মনে করতে করতে আমায় ছুরিবেঁধা চিঠি পাঠাত রোজ। নাকের ডগায় খুশি ঝুলিয়ে হাড়হিম করে রাখত আমার। দুটো স্মৃতির দুপ্রান্তে টাঙানো কাপড় শুকোনোর দড়িতে ক্লিপ দিয়ে ঝুলিয়ে রাখত আমার হৃদপিন্ড। বিস্মৃতি আমায় টানত নিজের দিকে— গভীর ভাবে টানত। গভীরভাবে। যাতে করে আমার ভাষা সকালটার টুঁটি চেপে ধরে, ব্যালকনি ভেঙে পড়ে গানের উপর, চুম্বনের উপর ধ্বসে পড়ে হিজাব, নারী শরীরের উপর রাস্তাঘাট, ইতিহাসের উপর গলিঘুঁজির বিবরণ, কবরস্থানের উপর শহর ভেঙে পড়ে, কারাগারের উপর এসে পড়ে যতরাজ্যের স্বপ্ন, উল্লাসের উপর

দারিদ্র আর আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি স্মৃতির উপর।

আমি বোর্ড অফ ডেডস এর সদস্য হলাম একদা। অমনি কেমন ঢেকুর তুলতে পারলাম নিশ্চিন্তে। যদিও জোরসে বাজছিল যুদ্ধের দামামা তবুও ঢের সময় ছিল আমার হাতে, আমি তাড়ালাম হতচ্ছাড়া কুকুরটাকে। ব্যাটাচ্ছেলে অস্বীকার করছিল আমার শরীর থেকে মাংস খুবলে নিতে। বক্তব্য কী— না, পায়ের কাছে বসে ঘুমোবে!

অনেকেই চেষ্টা করেছে আমায় রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে, কিন্তু স্নাইপারের হাতে ছিল বন্দুক, ফলে ওদের মত পালটাতেই হল। সৎ মান্যগন্য সেই স্নাইপার যা করে নিষ্ঠার সঙ্গেই করে। অকারণ টালবাহানা করে না, সময়কে গলে পালাতে দেয় না, মানুষকেও না

বুলেটটার এপার ওপার করা
ছোট্ট ছ্যাঁদা দিয়ে
আমার সমস্ত কথা গলে গেল
গলগলকরে বেরিয়ে গেল সব—
স্মৃতি
বন্ধুদের নামধাম
ভিটামিন সি
বিয়ের গীত
আরবি অভিধান
৯৮.৬ ডিগ্রির তাপমান
ইউরিক অ্যাসিড
আবু নুওয়াসের কবিতা
আর আমার রক্ত

বুলেটটার তৈরি করে দেওয়া পথে আমার হৃদয় যেমুহূর্তে পালাতে শুরু করল— সব পরিষ্কার হয়ে গেল। থিওরি অফ রিলেটিভিটি নিজেই নিজের প্রমাণ খাড়া করল, অস্পষ্ট গাণিতিক সমস্যাগুলি কেমন জলের মতো সহজ হয়ে গেল, স্কুলের বন্ধুদের মুখগুলো পুনরায় মনে পড়তে শুরু করল, প্রতিটা

সুক্ষ্ম আঁচড় সমেত জীবনটা নিখুঁত ভেসে উঠল চোখের সামনে—
ছোটবেলার বিছানা, স্তন্যপান, প্রথমবারের ঘাবড়ানো অর্গাজম, ক্যাম্পের
রাস্তা, ইয়াসের আরাফতের মুখ, এলাচ দেওয়া কফির গন্ধ, সকালের
আজান, ১৯৮৬-র মারাদোনা আর তুমি

প্রিয়সখার আঙুল নিয়ে খেলা করছ তুমি, চার্জারের তার এমনিই দাঁতে
কাটছ, অন্যমনস্ক হয়ে নখপালিশ পরছ যেন তুমি আসলে স্মৃতিচোর, এসো
বিদেয় করি কবিতা, গ্রীষ্মের গান বদলে গজপট্টি নিয়ে আসি, কবিতা পুঁতে
চাষ করি ক্ষত সেলাইয়ের সুতো। রান্নাঘর আর বাচ্চাকাচ্ছাদের কাঁথা-
ন্যাকড়া ছাড়ো— আমার মতো বেরিয়ে পড়ো। একসাথে বালির বস্তার
আড়ালে চা খাব। গণহত্যা সকলকে আপন করে নেয়। স্বপ্নগুলোকে শিকেয়
তুলে রাখো, ব্যালকনির গাছগুলোকে বেশি বেশি জল দাও, লোহালক্কড়ের
কথাটা অনেকটা গড়াতে পারে এখনো, রুমি অ্যাভেরোস হেগেলদের ভুলে
যাও, ম্যাকিয়াভেলি, হান্টিংটন, ফুকুয়ামাদের মনে কর— এদেরই দরকার
এখন। ভুলে যাও তোমার হাসি— নীলজামা, গরম বিছানা, দাঁতনখ বের
কর, ছুরিটা হাতে করে চলে এসো

রেনেসাঁর কথা ভুলে যাও— চুলচেরা তদন্ত হোক
ইউরোপিয়ান সভ্যতার কথা না, মনে কর খ্রিস্টালনাখত
সমাজতন্ত্র ছাড়ো— যোসেফ স্তালিনকে চাই এখন
র‍্যাঁবোর কবিতা কী হবে, দাসব্যবসা শুরু করো
ফুকো ছুঁড়ে ফেলে এডস ডেকে আনো
হাইডেগার না পড়ে বিশুদ্ধ আর্যরক্ত নিয়ে মেতে ওঠো
মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল হেমিংওয়ের সূর্যোদয়
তারচেয়ে মাথায় ভরে নাও বুলেট
ভ্যান গঘের স্টারি নাইট দেখে কী হবে— কাটা কানটা খোঁজো বরং
পিকাসোর গুয়েরনিকা নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে
পারলে সত্যি সত্যি তাজা রক্তের গন্ধ সমেত গুয়েরনিকা ফিরিয়ে আনো
এসবই দরকার এখন, এদের ছাড়া উৎসব শুরু করা যাচ্ছে না।

সদর রাজধানী

ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোর রাজধানী কোথায়?
—অ্যান্টরিপ

হীরে ঘসা এই যে নগর
এখানকার কবিদের ফুলদানিতে ফুটে আছে কাঁটাতার
দেখা সাক্ষাতের কথা ছিল যে যে দিনগুলোয়—
ক্যালেন্ডারে উদয় হয়ে ক্যালেন্ডারেই ডুবে গেছে
আমার হাত থমকে যাচ্ছে তোমার ঠোঁট ছুঁতে গিয়ে
পুলিশরা এখানে আর অহেতুক হেসে উঠতে পারে না
ট্যাক্সিগুলো তখনই কেবল দাঁড়ায়
যখন অ্যান্টরিপ সেন্ট্রাল স্টেশনের সামনে
দামাস্কাসের স্নাইপার বুলেট এসে ফুঁড়ে দেয় ড্রাইভারের বুক
প্লেস্টেশনে এসে আতঙ্ক থেমে যায়
আমি নিজেকেই পাঁজাকোলা করে
থামিয়ে দেবার খেলাটা থামাই
ভাবছি তোমার খোলা পিঠ থেকে কতদূরে আছে আমার ঠোঁট
যেন ১৯৭৯এ দামাস্কাস শহর আমায় জন্ম দেয়নি
যেন প্যালেস্তাইন রিফিউজিদের জন্য কোনো ক্যাম্প ছিল না দামাস্কাসে
যেন ইয়রমোক ক্যাম্পে আমি জন্মাইনি
যেন তুমিও জন্মাওনি কোনো ছায়াপথে

রোজ হীরে থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলে এই শহর
যেমন আহত মানুষকে বাঁচাতে
ডাক্তার ক্ষত থেকে ধুয়ে দেয় রক্ত
যেমন বোমারু ট্যাঙ্ক রাস্তা পার করে দুলকি চালে
নির্বিকার আমিও ফেরিওয়ালার মতো
কবিতার ঝোলা নিয়ে পার হচ্ছি এই শহর
যখনই আমি সমুদ্রের কাছে যাই
দেখি দেশখেদানো মানুষগুলো
পোঁটলা ভরে ভরে বয়ে আনছে আস্ত মরুভূমি
আমায় গিলে খায় তারা
পাসপোর্ট দেখেও তুমি ছাড়া আমায় চিনতে পারে না কেউ
আমি তো কবিতা লিখিয়ে
এমন করে মৃত্যুর কথা লিখি যেন স্তব করছি সুদিনের
যুদ্ধের কথা লিখি
যেন ভগবান এক্ষুনি অবতার নিয়ে নেমে আসছেন
বন্ধুরা মরে যাবার পর আমি এখন নিঃসঙ্গ নেকড়ে
উঁচু দেওয়ালের আরও উঁচু ঘুলঘুলি থেকে
ঠিকরে আসা রোদের মতো ফুর্তিগুলোকে
বিষাক্ত কীট ভেবে গোড়ালি দিয়ে রগড়ে দিতে থাকি
নির্মম মার খেতে খেতে মরে গেছে বন্ধুরা
সবচেয়ে প্রিয় পোশাক পরে তারা এসে বসে আমার পাশে
যেন কোনো বিয়েবাড়ি এসেছি
আর আমার মা নাগাড়ে ফোন করে চলে
নিশ্চিত হতে চায়
তোমার বুকে এখনও পেচ্ছাব করে চলেছি কিনা!

মৃত্যুর সমস্ত ছোঁয়াচ আমি মুছে ফেলেছি আমার ঘর থেকে
এমনকি তার গন্ধও
ফলে যেদিন তোমায় ডিনারে ডাকব
তুমি টেরও পাবে না আমি দামাস্কাসেই আছি
যদিও ঘটনা হল আমি এখন স্টকহোমে থাকি

ব্লাড ডায়মন্ড তৈরি করেছে এই শহরটাকে
ব্লাড ডায়মন্ড— জোর করে হীরে তোলা হয় এখানে
হীরে বেচে তিলতিল করে গড়ে ওঠে বিদ্রোহ
আমার মনে ভাসছে এক বিয়েবাড়ি—
রক্তের গাঁটছড়া বাঁধা হচ্ছে রক্তাক্ত শিরা উপশিরায়
মনে পড়ছে সমস্ত বিস্মৃতি
আমি দাঁড়িয়ে আছি এক ঘনকালো জুড়ে
কৃষ্ণাঙ্গ কবিদের ছবির মাঝে কালো হয়ে
এখান থেকে বিদায় নিয়েছে তারা
আমার কবিতার মার্জিনে তুমি যেসব মন্তব্য করে গেছ
তারা আমায় বেদনার্ত করছে
আমার বুকে বাসা বেঁধেছে এক নিশ্চল কাকতাড়ুয়া
হিচককের পাখিরা যেন ঘেঁসতে না পারে
বেচারা হৃদয়ের কী দোষ বল—
আর সহ্য হচ্ছে না
—আমার মন রুক্ষ হয়ে উঠছে ক্রমশ সত্যের মতো
রাস্তাগুলো লেখার খাতা হয়ে উঠছে
তুমি, একমাত্র তুমিই
রাস্তাগুলোকে লেখার খাতা বানাবার বিদ্যা জানো
কী সারল্যে তুমি আমার হাতে হাত রাখলে
আর আমিও গোটা একটা বছরের মুড়োখানা ছেঁটে দিলাম অবলীলায়
আর তারপরই ধ্বসে গেল ওয়ার্ল্ডব্যাংক
মধ্যবিত্ত রুখে দাঁড়াল অনুপ্রবেশকারী মানুষের বিরুদ্ধে
ইতিহাস হাতে করে এক নিরাপত্তার ঠিকেদার
শহরতলি আর খুশির মাঝে টানতে লাগল সীমারেখা
গায়ের রঙ আমাদের মাঝে চেকপয়েন্ট হয়ে দাঁড়াল
স্বাধীনতা বয়ে আনা বন্দর এবং
শোবার ঘর আর কবরস্থানের মাঝে এসে দাঁড়াল

যুদ্ধ আমার বুকে ভয় ধরাতে পারেনি—

যুদ্ধের কবিতাগুলো যেমন পেরেছে
ম্যাদামারা যে শহরগুলো পারেনি আমার বুক কাঁপিয়ে দিতে
সেসব শহরের গান আমার আঙুলগুলো অসাড় করে দিয়েছে
আমি তো আঙুল না নাড়িয়ে নাচতে জানি না
আঙুল ছাড়া কী করে আমার দেশের গান শোনাব তোমাদের!
দেওয়ালঘড়িটা হার্ট অ্যাটাকে এখন বন্ধ
আমার বন্ধুরা ফালতু প্রোবোধ দেয়— জীবনটা নাকি আদতে রঙিন
শহরটা ব্ল্যাকহোলের কথা জানার পর
তারই মতো নিজে নিজে মরে যাচ্ছে রোজ
নাকি বলা উচিত গ্রীনহোল
রাস্তাগুলো ভয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে
জীবনে এই প্রথম রাস্তা দিয়ে রাস্তাদের চলে যেতে দেখলাম চাক্ষুষ
জীবনে এই প্রথম আমি দেখলাম
এক বিষণ্ন মহিলা রান্নাঘরে ফেলে এসেছে তার হাসি
রাস্তায় বেরিয়ে ড্যাবড্যাব করে দেখছে
কেমন তার ফেলে আসা হাসির উপর ঝুঁকে পড়েছে গোটা বাড়ি
যেহেতু খাড়া থাকতে হবে আমাদের
যেহেতু বেঁচে থাকতে হবে
বুলেটে ক্ষতবিক্ষত সমস্ত মশলার সুগন্ধ নিয়ে
প্রতিবেশীরা রান্নাঘরের জানালা খোলা রেখে ভেসে গেছে
রান্নার বইয়ের তিয়াত্তর নম্বর পাতা
গণহত্যার কোলজুড়ে উঁকি দিচ্ছে খোলা জানালায়
সামনের গাছটায় যে পাখিটা থাকত উঠে এসেছে মিটকেসে
১৯৮৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় একটি ১২০এমএম মর্টার তৈরি হয়েছিল
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই জারি রাখার জন্য
—উড়ে আসবে শিগ্‌গির
পাখিগুলো মরে যাবে
গুহায় আশ্রয় নেওয়া আফ্রিকান হলদে ক্যানারি
একদা মরেছিল না খেতে পেয়ে
এই হল যুদ্ধ
ক্যানারিরা মরে যায় তাদের মালিক বেপাত্তা হলে

তাদের মালিক ঘর থেকে বেরিয়েছিল আর ফেরেনি
কবিতার উপর ভেঙে পড়েছে বাড়ি
কবিদের বিশ্বাসের উপর ভেঙে পড়েছে তাদের দেশ
একদিন দেশ তাদের কাঁদিয়েছিল
এখন দেশের জন্য কাঁদছে ওরা
চেয়ে দেখ কেমন অজানা অচেনা লোকের কাছে
ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে যন্ত্রণার কথা
কবিতা নিয়ে বরবাদ করেছে সময়
ক্রিং ক্রিং বাজিয়েছে বেল
এখন আর প্রতিধ্বনি শোনার সময় নেই কারুর
মদের দোকানের যে মেয়েটা খাবার দাবার দেয় টেবিলে
আমার সঙ্গে আলোচনা করে নিতে চায় কিছু খুচরো ব্যাপার—
সিরিয়ানদের কথা
সিরিয়ানদের কি ভদ্রভাবে মরে যাবারও অধিকার নেই
অক্ষত দেহে মরার অধিকার তাদের পাওয়া উচিত
একাকিত্ব নিয়ে কথা বলে
মানুষের একজন সঙ্গী বরাদ্দ হওয়া উচিত
যাকে নিয়ে সে শুতে যাবে রোজ রাতে
আর সকাল হলে
ঘুমন্ত ছেড়ে রেখে কাজে বেরোবে কপালে চুমো দিয়ে
যাকগে
আপাতত পাথর ভরা এই স্যাকটা নামিয়ে রাখি পিঠ থেকে
ছাপার অক্ষরের ভিতর দিয়ে ক্রমাগত চিৎকার করতে থাকি—
আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ
ঘোষণা করছি যে আমরা পরিশ্রান্ত
আমাদের সমস্ত পরিচয়াদি নির্বিশেষে
আমরা একইরকম অসুস্থ

আমিও চাই অ্যান্টরিপে তুমি একলাই থাকো
তোমার ফ্ল্যাটে যেন তিনটি জানালা থাকে
দুটো দিয়ে তুমি অ্যান্টরীপ দেখো

তৃতীয়টি আমার কম্পিউটার স্ক্রিন
দামাস্কাসের খবর দেবে
—তুমি কি দামাস্কাস গেছো কখনো?
—না
—শোনাই তোমায়: গ্রীষ্মে তাপমাত্রা ছোঁয় ৯৮.৬ ডিগ্রি
এই শহর মানুষের উষ্ণতা ছুঁতে পারে বুঝলে
—অ্যান্টরিপ দেখেছ তুমি?
—না
—আচ্ছা আমি বলছি, ব্লাড ডায়মন্ড সাদা আলো নিঃসরণ করে এখানকার দোকানগুলি থেকে
কিনশাসা থেকে আসা এক কৃষ্ণাঙ্গের উপর এসে পড়ে ঠিকরে আসা আলো
বন্ধুর গুলিতে মরে গেছে সে
টের পায় প্রথমবার এই আলোয়
মন্ট্রিয়লের এক মহিলা
পাথর বসানো আঙটি পরবে বলে
সে মরে গেছে
সেই আংটি পালিশ হয়েছিল তেল আবিভে
বুয়েনস এয়ারস জাত স্বামী তাকে উপহার দিয়েছে
আরিজোনার মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তারা
ছেলেটি উপহার দিয়েছে যাতে মেয়েটি ভুলে যায়
তারই দক্ষিণ আফ্রিকান বান্ধবীর সাথে সম্পর্কের কথা
দুবাইতে জালিয়াতির কারবার চালাচ্ছিল সে কথা
—জালিয়াতি আর মরুভূমির সম্পর্ক জানা আছে তোমার?
—না
—দুয়ের ফারাক হল মরুভূমি জলের জন্য কাতর
জালিয়াতির পিপাসা নেই
—আর মিল?
—মরুভূমির মতোই জালিয়াতিও ভয়ানক। রুক্ষ।

অস্বীকার করছি না আমি তোমার মধ্যে ভেসে আছি
যেমন করে ম্যাগমার মধ্যে প্রজাপতি থাকে
তোমার দুঃখের সঙ্গে ঠোক্কর খেয়েছে আমার জীবন
আর আমার কথার তোড় তোমায় ক্রমশ ধ্বংসস্তূপ বানিয়ে দিচ্ছে
তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা
উত্তর গোলার্ধের পোস্টমর্ডান কবিতার উপর প্রভাব তো ফেলছেই
যখন থেকে হঠাৎ তোমার রূপক ছায়া ফেলেছে আমার লেখায়
আমাকে স্বীকার করতেই হবে তামাদি হয়ে গেছে আমার কবিতা
আরবি ভাষা জমানোর ট্যাংকটাকে ছ্যাঁদা করার পিছনে
তোমার ভূমিকা তো একটা আছেই
অধ্যাবসায় আর নিবিড় পাঠ থেকে উঠে আসা
পরিকল্পনামাফিক প্রচার
আর লেখার ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দেওয়া মন্তব্য
নিজেকে খুঁজে পেতে সুযোগ করে দিয়েছে আমায়
আর কবিদের সংবিধান মতে এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ
আমার চারপাশে পুঙ্খানুপুঙ্খ ছড়িয়ে থেকে ক্রমাগত উসকে গেছ
টেলিভিশন সেটটাকে জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে
সময়কে খুন করছিলে তুমি
আমি ঠায় তাকিয়ে থেকেছি তোমার দিকে
আমায় স্বীকার করতেই হবে তোমার বুকের ভাপ পাওয়ার পর থেকে
নানান রহস্যময় ঘটনা ঘটছে চারপাশে
যেমন ধরো,
আমি অজস্র ওয়াইন গ্লাস ভেঙেছি যখন থেকে তুমি জুটেছ আমার সঙ্গে
আসলে ওরা অধিকাংশই আমার হাত থেকে ঝাঁপ দিয়েছে
আমি তো জানি আত্মহত্যা করেছে
রগড়ে রগড়ে তোমার লিপস্টিক মুছে ফেলতে চেয়েছি
দিনটা যাতে পঁচিশ ঘন্টায় হয়
তার জন্য খানিকটা সময় চুরি করতে শুরু করেছি
একটা সুখি হাসি ঝুলিয়েছি মুখের উপর
আমি ভালোবাসি তোমায়
তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর একটা সাক্ষাৎকারে বলেছি
জীবনে মাত্র দুবার আমি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি

তৃতীয়বার মিথ্যে বলেছি সেই সাক্ষাৎকারে
অদ্ভুত সুখি ট্র্যাজেডি আমার জীবনটা
যতবারই আমি মার্জনার বুলেটটা ছুঁড়তে অনুরোধ করেছি
পরিবর্তে নতুন জীবন দিয়েছ
বলেছ আমার কবিতা বড় বেশি ভাবালু— বাস্তববোধহীন
শোনো আমি সারাজীবনে কখনো বাস্তববোধ দেখাইনি
চিরটাকাল আমি পক্ষপাতদুষ্ট আর ভণ্ড
আমি বর্ণবিদ্বষের বিরুদ্ধে কালোদের পক্ষে
জবরদখলকারী সেনার বিরুদ্ধে মিলিশিয়ার পক্ষে আমি
আমি নেটিভ আমেরিকানদের পক্ষে
নাজিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ইহুদিদের পক্ষে
ইজরায়েলের বিরুদ্ধে প্যালেস্তাইনের পক্ষে
নিও নাজিদের বিরুদ্ধে ইমিগ্র্যান্টসদের পক্ষে
রোমার পক্ষে, দখলকামি ক্ষমতার বিরুদ্ধে
ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো বিজ্ঞানের পক্ষে
অতীতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো বর্তমানের পক্ষে
পিতৃতন্ত্রের চোখে চোখ রাখা নারীবাদের পক্ষে
গড্ডালিকার বিরুদ্ধে কাফকার দিকে আমি দাঁড়িয়ে
ফিজিক্সের মুখোমুখি কবিতার হয়ে
ফিজিক্স
বালের ফিজিক্স
ইমিগ্র্যান্টরা ডুবল কেন?
তারা তো শেষ শ্বাসটা নিয়েছিল জলের উপর ভাসতে ভাসতেই
মরে ভেসে উঠল কেন?
উলটোটা কেন হল না!
কেন মানুষ বেঁচে থাকতে থাকতে ভেসে যেতে পারে না
কেন তলিয়ে যায় মরে গেলে?

বেশ
আসুন চারপাশে ছড়িয়ে থাকা জিনিসগুলিকে
তাদের স্বনামে ডাকি
বই— কবিতার লাশ
ঘরগুলি —ইঁটকাঠপাথরের তাঁবু
লাঞ্ছিত হতে হতে লাঞ্ছনাই ধর্ম মেনে নেওয়া নেকড়ে
কুকুর নামে পরিচিত হয়েছে
প্রার্থনার আসন আমায় উড়ন্ত মাদুরের কথা মনে পড়ায়
আমার ঘরটা তোমার সবুজ জুতোর প্রেমে পড়েছে
আমি তোমার মধ্যে বুঁদ হয়ে আছি
যেমন সিরিয়ানরা ডুবে আছে সমুদ্রে
হে ভগবান
চেয়ে দেখ যুদ্ধটা কোথায় এনে ফেলেছে আমাদের
ভয়ানক দুঃস্বপ্নেও আমি ভাবিনি
এমন দিন আসছে
যে আমি কাব্য করব—
আমি তোমার ভিতর এমন ডুবে আছি
যেমন সিরিয়ানরা ডুবে আছে সমুদ্রে

দামাস্কাসের উপর ধেয়ে আসা এক একটা গোলা
আর কিছু নয়
ছিঁড়ে কুঁচো কুঁচো করা দেকার্তের বইয়ের
এক একটা পাতা

আমরা যখন জন্মেছি
জীবন রঙীন ছিল
ছবি উঠত সাদাকালো
এখন ছবি মানেই রঙীন
জীবন সাদাকালো

সিজোফ্রেনিয়া

ইয়প্রেস

গোটা পৃথিবীর নাকের ডগায়, ফ্লানডেরসের মাঝামাঝি এই শহর ইয়প্রেস— হাতের তালুর ঠিক মাঝামাঝি যেমন উঁচিয়ে থাকে মধ্যমা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানচিত্র থেকে মুছে দিয়েছিল শহরটাকে। যেমন টেক্সট বই থেকে মুছে গেছে প্যালেস্তাইনের নরনারী— মুছে গেছে ইতিহাসের হিসাবনিকাশ থেকে। বুঝতে পারছি না কীভাবে বলব! ধ্বংস হয়ে যাবার একশ বছর পর, নাকি নতুন করে গড়ে ওঠার একশ বছরে— কীভাবে বললে ঠিক হবে— ইতিহাস মড়ার মতো পড়ে আছে এখানে। তুমি যেদিকেই হাত বাড়াও নিশ্চিত ঠোক্কর খাবে ক্ষতস্থানগুলিতে। টের পাবে এখনও উষ্ণ। ঠোঁটের মধ্যে নেওয়া স্তনবৃন্তের মতোই উষ্ণ— গলে যাচ্ছে।
এগোতে থাকলাম।
এই কিছুক্ষণ আগেও যে প্যালেস্তাইনি রিফিউজি টিকে ছিল পাঠ্যে, খবরে, জ্ঞানগর্ভ গবেষণায়— ধাঁ হয়ে গেছে— হাওয়া হয়ে গেছে সমস্ত খোঁজখবরের থেকে অনেক দূরে। আমরা তো জানিই প্যালেস্তাইনে আদতে কোনো মানুষের বাস নেই।

যাক্‌গে, আমি একজন প্যালেস্তানি রিফিউজি এই সভ্য পৃথিবীতে আদৌ যার অস্তিত্ব নেই— হেঁটে চলেছি ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে খুঁজতে। যেমন প্রত্নতত্ত্ববিদরা মাটি খুঁড়ে তুলে আনেন স্মরণাতীত সত্য। সাগর পার করে উপনিবেশ খুঁজতে বেরিয়েছি যেন। খুব কাছ থেকে এই হোমো স্যাপিয়েন্সের বর্বরতা দেখেছি— অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে ত্রস্ত উল্লাসে অনুভব করেছি, আনা আওয়েন্ট ঠিক বলতেন— শয়তানি আসলে মামুলি একটা ব্যাপার, বেশি মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমি প্যালেস্তানি-সিরিয়ান-সুইডিশ উদবাস্তু— লিভাইসের জিন্স পরে নেমে পড়েছি ছবি তুলতে। লিভাইসের জিন্স! এক জার্মান ইহুদি ইমিগ্র্যান্টের উদ্ভাবন। যেমন করে রুশ রমনী গাভীর বাঁটের নিচে বসে দুধ দোয় বালতিতে। যেন মনযোগী ছাত্র, মাথা নাড়ছি গভীর তত্ত্ব পাঠ করে। যুদ্ধের গভীর তত্ত্ব। বহু গণহত্যা পার করে আমি এক ফিলিস্তিনি এসে দাঁড়িয়েছি নগ্ন— কবিতার আড়ালে লুকোতে চাইছি আমার যন্ত্রণা— ক্ষত। সময়ের সাক্ষ্য দেব বলে এখান থেকে সেখান থেকে জড়ো করছি নিজেরই টুকরো-টাকরা। পণ্ডিতদের ক্লিশে বস্তাপচা কথা অনুযায়ী আমি সেই ভয়ানক প্যালেস্তানি— বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দেশ থেকে আসছি। এসে

দাঁড়িয়েছি তোমার মুখোমুখি— অসম্ভব অস্বস্তি নিয়ে— হ্যাঁ গভীর লজ্জা আর অস্বস্তি— তোমাদের দেশের ভয়ানক নির্মম যুদ্ধগুলির তুলনায় খোকাযুদ্ধের দেশে থাকি বলে। আমার দেশের খুচখাচ ঝগড়া-মাথাফাটাফাটির তুলনায় নিপুন আধুনিক মারণাস্ত্রের যুদ্ধ লড়েছ তোমরা— সকলকে, গোটা পৃথিবীকে গুঁড়োগুঁড়ো করে ছেড়েছ। যুদ্ধকে নিয়ে গেছ সূক্ষ্ম শিল্পের পর্যায়ে। কী রঙিন তোমাদের ধ্বংসলীলা কী সমস্ত উদ্ভাবনী কায়দা তোমাদের শ্বেত-গণহত্যার!

ফ্লানডেরসের কেন্দ্রে এই শহর ইয়প্রেস। ঠিক যেমন পৃথিবীর সব সমস্যার কেন্দ্রে মধ্যপ্রাচ্য। ভয়ানক গভীর যুদ্ধের ঐতিহ্য সফলভাবে সেজে নিয়েছে দর্শনীয় স্থান মার্কা মেকাপে। সব কিছুরই একটা সময় আছে। ইয়প্রেসের নেই। যুদ্ধের স্মৃতি এখানে সময়ের সঙ্গে জড়িয়ে মড়িয়ে লকলকিয়ে ওঠে। স্মৃতিফলক যেমন টুরিস্ট গিলে গিলে বেড়ে ওঠে। বুড়োমানুষদের গল্প, যুদ্ধে প্রাণ হারানো মানুষের স্মৃতি, তাদের নাতিপুতি, শেষ ছেড়ে রাখা পোশাক— জমে জমে বেড়ে ওঠে এশহর। এখনও জন্মায়নি যারা— বেড়ে উঠতে হবে অন্যকে আশ্রয় করে সেই সমস্ত অজাতসন্তানদের ঘাড়ে বাড়ছে এশহর। এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা যুদ্ধাস্ত্রের ভাঙা অংশ খুঁজে এনে দোকানে সাজিয়ে রাখে এশহর। যেখানে তাকাবে খুঁজে পাবে ছোরার মতো বাঁকানো ঘোঁফওয়ালা মৃত সৈনিকদের সাদাকালো ছবি। এশহরের সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মৃত্যু। অজ্ঞাতপরিচয় সৈনিকের স্মৃতিফলক দাঁড়িয়ে আছে যেন মাছিভনভনে ঘা। আশিবছর ধরে রক্তক্ষরণের মতো তিরতির করে গান বাজে প্রতি সন্ধ্যায়। কিচ্ছু না বুঝে মরে গেছে যে সমস্ত তরুণ সৈনিক তাদের স্মৃতি কোলে থম মেরে আছে মাঠঘাট। যেসমস্ত দুর্ভাগা জন্মেছে যুদ্ধের পর, গল্পই শোনে মুখেমুখে কেবল— খুব ঘন হয়ে তাদের চোখে চোখ রাখলে দেখবে, আর একটা যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা। দেখবে গভীর বিশ্বাস— সে সুযোগ তারা পাবেই। মানুষ জাতটার চরিত্র বুঝেছে ওরা— তাই এত নিশ্চিত। এত উথালপাথালেও বিশ্বাসটুকুই তাদের হাল হয়ে পাড়ে ভেড়াবে।

ফুটনোট ১

ইউনাইটেড নেশনস জানে ইউরোপিয়ান যুদ্ধ বলে। জানে ইউরোপিয়ানরা ছাড়াও এশিয়ান আফ্রিকান আমেরিকানরাও মরেছে এই যুদ্ধে। ইউরোপে সকলেই বলে গ্রেট ওয়ার। যদিও এমন কিছু মহৎ ছিল না ব্যাপারটা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে কেউ ভাবেনি নাম পালটে বলতে হবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। দুনিয়াটা তখনো নবিশ ছিল— স্বপ্ন দেখতে জানত। কেউ ভাবেনি, প্রথমবার যে হাতপা ছোঁড়া ক্যাওড়া নাচ দেখেছিল— থামতে না থামতেই মাত্র দুদশকের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে এই সাম্প্রদায়িক ডিস্কো। কার্ল মার্কসের কথা কান দেয়নি কেউ। কেউ বোঝেনি ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে। প্রথমবার ট্র্যাজেডি হয়ে। দ্বিতীয়বার প্রহসন। যদিও মানতেই হবে ইউরোপে প্রথমবারেরটা ট্র্যাজেডি হলেও পরেরটা ছিল কার্নিভাল।

ইয়েপ্রেস শহরে ইতিহাস আপনার দিকে কঠিনশীতল চোখে তাকাবে। অথবা নুলো হাতে জামার খুঁট ধরে ল্যাঙড়াতে থাকবে পিছুপিছু। গোটা একটা শতাব্দী আপনার মাথার মধ্যে গোলতাল পাকিয়ে বসে যাবে। আপনি আর বুঝে উঠতে পারবেন না কোথায় আছেন। পাখির ডানার মতো গোঁফওয়ালা পুরুষরা হাসিমুখে মৃত্যুর দিকে ধেয়ে যায় এখানে। ক্ষেতে খামারে ছড়িয়ে থাকা ছয় লক্ষ মানুষ ক্রমশ মাটিতে মিশে যাচ্ছে। একএক করে আলগা হতে থাকা তাদের স্মৃতিগুলো টসে টসে মাটিতে মিশছে। সেঁধিয়ে যাচ্ছে শাকসব্জির ভিতর। গরুর দুধে। আফিমের মধ্যেও। গোটা উপত্যকাকে দূষিত করছে কারুণ্যে। অদ্ভুত রহস্যময় শিহরণ ছড়িয়ে পড়ছে নারীদের মধ্যে। তারা এদিকে এলেই তীব্র আসঙ্গলিপ্সা লকলক করে উঠছে সব কিছু ছাড়িয়ে। এদের স্বামীরা বলতেন বসন্তের অ্যালার্জি— কবিরা বলেন দেজাভুঁ।

পাখির ডানার মতো গোঁফওয়ালা লোকেরা লেখার আগেই পড়ে ফেলেছে আমার কবিতা। পাত্তা দেবে না বলে সিগারেটপেপারে তামাক মুড়ছে ঘাড় নিচু করে। লক্ষ্য করলাম তাদেরই একজন তামাক ঠাসতে ঠাসতে পাশের বন্ধুর দগদগে ঘা-এর মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিল। থমাসকে মনে পড়েছে হঠাৎ। চোখ তুলে দেখে থমাস কোথায়! আমি দাঁড়িয়ে আছি। অমনি তার মনে পড়ল নিজের কথা।

পাখির ডানার মতো গোঁফওয়ালা লোকগুলো এখনো আছে। একটা দেশ চলে গেছে পাশ কাটিয়ে তাও ঠায় এখানেই রয়ে গেছে। মায়েরা মরেছে তারা রয়ে গেছে। তাদের প্রেমিকারা এখন বুড়ি— অন্য পুরুষের সঙ্গে থাকে। তবুও এরা থেকে গেছে। ত্রিশঙ্কু— রয়ে গেছে। জুতোজোড়া মুখ গুঁজে আছে কাদায়। জং ধরেছে হাতের অস্ত্রে। জলে নেতিয়ে গেছে জিনিসপত্র কিন্তু ক্লোরিন গ্যাস এখনো বেরিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। দামাস্কাস না পৌঁছোনো পর্যন্ত এই চলবে। এই ইয়েপ্রেস শহরে ইতিহাস আপনার দিকে কঠিন দৃষ্টি হানবে। অতীত গুলিয়ে যেতে পারে সমসময়ে। গুলিয়ে উঠতে পারে গ্যাসে। গ্যাস ফুসফুসে ঢুকে মেরেছিল মানুষগুলোকে। সেই গ্যাস মিশে যাচ্ছে এক শতাব্দী পরে দামাস্কাসের শহরতলির ফুসফুসে ঢুকে পড়া গ্যাসের সঙ্গে। কেউ কিচ্ছু শেখেনি। কিচ্ছু শেখে না কেউ।

ফুটনোট ২

জার্মান ইহুদি কেমিস্ট ফ্রিৎজ হেবার দু-দুবার রাসায়নিক সার আবিষ্কার করেছিলেন। প্রথমবার চেয়েছিলেন একসাথে বিরাট সংখ্যায় মানুষ মারার বিস্ফোরক তৈরি করতে। নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন মিশিয়ে ছিলেন। হয়েছিল অ্যামোনিয়া। চাষের জমিতে ছড়িয়ে গেছে বিশ্বজুড়ে। অসংখ্য অনাহার ক্লিষ্ট মানুষ খেয়ে বেঁচেছে। কেমিস্ট্রিতে নোবেল পেয়েছিলেন হেবার। দ্বিতীয়বার আবিষ্কার করেছিলেন ক্লোরিন গ্যাস। অ্যাসফিক্সিয়ায় দমবন্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল হাজার হাজার সৈন্য। তাদের লাশ ফ্ল্যান্ডেরসের জমিকে সার হয়ে উর্বর করে তুলেছে।

ফুটনোট ৩

২২ এপ্রিল ১৯১৫। ফ্রিৎজ হেবারের উপস্থিতিতে মিত্রশক্তির সেনাদের উপর ক্লোরিন গ্যাসের ৫৭৩০টি সিলিন্ডার খুলে দেওয়া হয়েছিল ফ্লান্ডেরসের যুদ্ধক্ষেত্রে। শ্বাসরোধ হয়ে মারা যায় হাজার হাজার সৈন্য। আর এক জার্মান ইহুদি কেমিস্ট, হেবারের স্ত্রী, ক্লারা ইম্মেরওহার রাসায়নিক অস্ত্র তৈরিতে স্বামীর ভূমিকায় ক্ষেপে উঠেছিলেন। তীব্র প্রতিবাদ ধেয়ে গিয়েছিল। শোনা যায় আত্মহত্যা করেছিলেন ক্লারা কয়েকদিনের মধ্যে। আত্মহত্যার পরদিন হেবার রওনা হয়েছিলেন ইস্টার্ন ফ্রন্টের দিকে— রুশদের উপর কেমিক্যাল আঘাত হানার উদ্দেশ্যে।

ফুটনোট ৪

হেবার জার্মানদের কাছে নিজেকে জার্মান প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। যাইক্লোন-এ তৈরির জন্য কাজ করেছেন। এই যাইক্লোন-এ হল যাইক্লোন-বির পুর্বসূরি। যাইক্লোন-বি ব্যবহার হত ইহুদি মারার গ্যাসচেম্বারে। ইতিহাসের ঘৃণ্যতম বস্তু এই যাইক্লোন। হেবার তৈরি করেছিলেন। ফল ভুগেছিল হয়ত তারই আত্মীয়রা।

ফুটনোট ৫

১৯৩৩ সালে ইহুদিদের বিরুদ্ধে নাজি আইনের দৌলতে হেবার জার্মানি ছেড়ে ব্রিটেনে আশ্রয় নেন। ১৯৩৪-এ যাচ্ছিলেন প্যালেস্তাইন ব্রিটিশ রিসার্চ ইন্সটিটিউটে কাজ করতে। বাসেল শহরের একটি হোটেলে, শোনা যায়— তিনি মারা গেছেন।

ইয়প্রেস শহরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনাকে প্রথম প্রথম বিভ্রান্তই করবে। আপনি বাজি ধরে ফেলবেন। শান্ত সুস্থির চারপাশ লক্ষ্য করে আপনি বিভ্রান্ত হবেন। বিভ্রান্ত হবেন হালি সবুজ ঘাস— ট্রেঞ্চের ঢালে গিয়ে মিশছে দেখে। নিদারুণ শান্তি আপনার দিকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। একটা হাত ওভারকোটের তলায় ছুরি নিয়ে এগোচ্ছে। প্রথম আঘাতটায় আপনি আশ্চর্য হবারও সুযোগ পাবেন না। দেখবেন দুদ্দাড় করে পড়ে যাচ্ছে মানুষ। বুলেট ধেয়ে আসছে হাওয়ার মতো হালকা চালে। ঘটনার ঘ্যানঘ্যানে পুনরাবৃত্তি এবার আপনাকে আশ্চর্য করবে।

মরে যাবার আগে কেউই এই শিক্ষা গ্রহণ করল না। আপনাকে আশ্চর্য করবে যুদ্ধের এই রূপ— কামানের ছন্দ। গোলাগুলো মাটিতে আছড়ে পড়তেই রঙের যে ঝিলিক— কানের পাশে ভোঁভোঁ— আপনাকে আশ্চর্য করবে। মৃত্যুর পর জাতীয় সঙ্গীতের সুর বাজবে ঝনঝন— হৃদকম্পের অর্কেস্ট্রা, আপনাকে আশ্চর্য করবে। এই একটা দারুন সুযোগ— মানুষের নিষ্ঠুরতা আর লোহার স্নিগ্ধরূপ প্রত্যক্ষ করবার

এই হল প্রথমবিশ্বের উদ্দাম নৃত্য।
আপনাকে স্বাগত।
খোলা মঞ্চে হবে নাচ।
ধাঁইধপাধপ সুর।
চাষের জমিতে পড়েছে বন্দুকের নল। একশ বছর পর কৃষক ভাববে বোধহয় বাঁশি। তরুণ সৈনিকের দাঁত পড়েছে শ্রাপনেলের আঘাতে— খুঁজে পাবে না কেউ। কবরে আছড়ে পড়ল গোলা— মৃত সৈনিকেরা আবার মরল। যারা ভেবেছিল ঘরে ফিরবে যুদ্ধ শেষে, স্বপ্নগুলো ভেঙে পড়ল— তাদের নাম খোদাই করা ধাতব পাত ফিরে গেল বাড়িতে।
প্রথম বিশ্ব নাচলে এক একটা শহর ধ্বসে পড়ে। তারকাখচিত বুলেট এসে আছড়ে পড়ে। নাচিয়ে গাইয়ে, গাছের ডালে বসা পাখি, গাছ নিজেই— কেউ বাদ যায় না। আর নিউটনের আপেল আটকে থাকে শূন্যে। এখানে কোনো গ্র্যাভিটি নেই। জওয়ানদের জুতো ধরে রাখার জন্য পড়ে আছে কেবল কাদা। আমিই একমাত্র বেঁচে গেছি এই মহান হত্যালীলার হাত গলে। দেরিতে পৌঁছনো এক সাক্ষী। ঘাড় হেঁট করে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে আছি স্মৃতিফলকের দিকে। এত নিরীহ শান্তি দেখে আমি হতভম্ব। ওরাও হতভম্ব আমায় জলজ্যান্ত গোটা দেখে। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বেঁচে থাকে না যে মাটির সন্তান, তেমন দেশের মানুষ ঘুরেফিরে দেখতে এসেছে ভেবে ভেবলে গেছে ওরা। এক আক্রান্ত ঘুরে দেখতে এসেছে আক্রান্ত মানুষের কবরস্থল।
— তুমি কি অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে বিপুল মানুষকে মেরে ফেলা শিখতে এসেছ?
— না
— নিঃখরচে ছয় লক্ষ মানুষ মারার এক্সপেরিমেন্ট থেকে শিখতে এসেছ কীভাবে তারা আফিম ক্ষেতে সারজল দিচ্ছে?
— না
— জানতে চাও, কীভাবে মৃত সৈন্যদের পুনরায় কাজে লাগানো যায় এমনকি নতুন কোনো যুদ্ধে?
— না
— এখানে কী মনে করে? মারার মন্ত্র শিখতে এসেছ?
— না। এসেছি মৃত্যুকে জানতে

দামাস্কাস

আমি মৃত্যুর দিকেই হেঁটে যাচ্ছিলাম, লড়াকু যোদ্ধারা আমাকে থামাল। খানাতল্লাশি নিল আমার। আমার মধ্যে আমার হৃদয়টাকে খুঁজে পেয়ে গেল অবশেষে। বহুদিন হল ওরা জ্যান্ত কোনো হৃদয়ের সন্ধান পায়নি মালিক সমেত। একজন চিৎকার করে উঠল— এ ব্যাটা বেঁচে আছে! ওরা ঠিক করল জীবন থেকে অব্যহতি দেবে আমায়। দেখলাম সাদা পোশাক পরা একদল মহিলাকে। নার্সের মত দেখতে। লটকে আছে হাওয়ায়। মরফিন ইনজেকশন আমাকে অন্য আর একটা যুদ্ধে টেনে এনে ফেলল। দেখলাম গাছগুলো নীলনীল। জল কমলালেবুর মতো সবুজ হয়ে আছে। চোখ পড়ল সেই মহিলারা আমার দিকে টেরিয়ে তাকাচ্ছে। আমিও নজর ফেরাতে তারা মিলিয়ে গেল কোথায়!

মরফিন ইনজেকশন আমায় বয়ে নিয়ে গেল দামাস্কাস আর স্টকহোমের মাঝে কোনো এক রাস্তায়। নিজেকে আবিষ্কার করলাম— বাসের জন্য অপেক্ষা করছি। ভাবছি সেই সমস্ত মানুষের কথা যারা নিজেদের বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে একসময় মারা যায়। পরিবারের লোকজন ঘিরে থাকে তাদের। সেই জায়গায় নিশ্চই কোকাকোলার বিজ্ঞাপন ঝোলে না। জিরো ফিগারের মেয়েরা প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে থাকে না হোর্ডিং-এ লেপ্টে। দেখছি নীলরঙের একটা চাঁদ ধরে আছি হাতে। রাস্তাটা সবুজ। মাউন্ট কাসিওউনের কোনো একটা বারান্দায় বসে দামাস্কাসের দিকে তাকিয়ে আছি। জুলাই মাসে ঠান্ডা জল খাচ্ছি গ্লাসে করে। আমার হৃদয় আমারই আছে। বন্ধুরা বেঁচে আছে। সন্ধেবেলাই আমরা নরম্যান্ডি রেস্টুরেন্টে আড্ডা মারব। ছড়িয়ে পড়ব শহর জুড়ে রাস্তায় রাস্তায়। বন্য। কবিতাকে পাশে নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াব ইতিহাসের।

নারীদের কথা ভাবি। ভগবান সাক্ষী কত ভালোবাসি আমি তাদের। স্কুল-কলেজে যত না শিখেছি অনেক বেশি শিখিয়েছে মহিলারা আমাকে। আমি শান্তির চাইতে যুদ্ধের থেকে ঢের বেশি শিখেছি। নিশ্চিত বলতে পারি বহু সৈন্যই কালে কালে হয়ে উঠেছেন যুদ্ধপরাধী। আর বহু কবি আদতে শান্তির কাছে অপরাধী। যুদ্ধের সময় ভালো খবর হল যে, কোনো খারাপ খবর আসেনি। যুদ্ধে হারে কারা— দুপক্ষের মৃতরা। শিখেছি যুদ্ধ ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে সৈন্যদের রক্তে। বড় হলে সে গুমো আঁচে বুটজুতো সেঁকে খায়। যুদ্ধ মরে থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ সৈন্যরা জীবিত।

ফুটনোট ৬

আমি প্যালেস্তাইনের কথা ভাবছি। এই দেশ ভগবানের জন্ম দিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষকে কচুকাটা করেছিল ঈশ্বরের নামে। মধু ও দুধের দেশ। যদিও কোথাও নেই মধু নেই দুধ। পবিত্র ভূমি যার জন্য আমরা লড়ে গেছি ক্রুসেড— ধর্মযুদ্ধ। যার জন্য মিলেছে পবিত্র পরাজয়। যে মাটির জন্য উৎখাত হয়েছি— পবিত্র পরিব্রাজন। জুটেছে পবিত্র রিফিউজি ক্যাম্প। মিলেছে শাহদৎ। প্যালেস্তাইনের কথা ভাবছি আর ভেসে উঠছে আল-শেখের কন্ঠ। যত বার যাই জিজ্ঞেস করতে গেছি, বলেছেন—তুমি বিশ্বাস কর এমন কিছু, জানো, জেনেশুনে না জানার ভান করে যদি কিছু জিজ্ঞেস কর সেটা ফিরে তোমাকেই বিপদে ফেলবে— বুঝলে। আমি ক্রমাগত খুঁজে ফিরেছি পৃথিবীর থেকে কে বেশি দূরবর্তী— বৃহস্পতি নাকি টু স্টেট সলিউশন। আমার হৃদয়ের কাছাকাছি কে আছে— শত্রুর দেশের একজন কবি নাকি আমার দেশের এক সৈনিক? অ্যালফ্রেড নোবেলের সবচে বাজে কাজ কোনটা— ডিনামাইট নাকি নোবেল প্রাইজ?

স্টকহোম

বেশ আছি এখন স্টকহোমে। ফুরফুরে জীবন কাটাচ্ছি। এই একটা দেশ, যারা গত দুশ বছর যুদ্ধ দেখেনি। এখানে সবই ঘটে চুপচাপ। উল্লাস, বেদনা, পাগলামো এমনকি হিংস্রতাও এখানে নীরব। অথচ স্টকহোম সিন্ড্রোমের বদলে আমি ভুগছি দামাস্কাস সিন্ড্রোমে। সেসব অন্য কথা, আরও একটা কবিতা দরকার সেকথা বলতে। কেননা ঘটেইনি তো ঘটনাটা। আসল কথা হল আমি আর ফালতু খুঁটিনাটিগুলোকে পাত্তা দিই না। এখন আর আমি জানি না ঠিক কতগুলো বাস যায় তোমার বাড়ির রাস্তায়। কেবল অভ্যেস বশে তোমার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ি। এখন আর টের পাই না, কীভাবে তোমার শরীর আমার স্থানকালের হিসেব বদলে দিত। আসলে এখন আর আমি জানিই না এই বাড়িটা ঠিক কোথায়! কোথাও একটা নিশ্চই হবে, ম্যাপে পাওয়া যাবে নির্ঘাত। আমি ভালোবাসা খুঁজতে জিপিএস ব্যবহার করি না হে। আমার থেকে জিপিএস তোমার বাড়ির খবর বেশি রাখে ভাবলেই কেমন চিড়বিড় করে ভেতরটা। ভয়ংকর শান্ত তোমার প্রতি আমার প্রেম। অনেক উঁচু থেকে তোমার উপর আছড়ে পড়ি। কিন্তু ধীরে, খুবই ধীরে— আলতো। যেন কোনো স্লোমোশান যন্ত্র ঢুকে আছে আমার ভিতর। এভাবেই ভালোবেসেছি তোমায়। প্রেমে পড়েছি, যুদ্ধে যেমন সৈন্যরা ভূপতিত হয়— দাম পড়ে যায় শেয়ারবাজারে— জাতিতে জাতিতে এসে পড়ে বিদ্বেষের ছায়া— ধ্বসে পড়ে শহর— সবই আসলে পড়ে যায়

শুরুর দিকের কথা মনে পড়ে। সিনেমাহলের মধ্যে প্রথমবার তোমায় বলেছিলাম মনের কথা। প্রথমবার তোমার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম। পাশ কাটিয়ে যাওয়া লোকজন কেমন হুসহাস করছিল। তোমার ব্যাগ থেকে গড়িয়ে গেল আস্ত আপেল গাছ। আমাদের আড়াল ভাঙছিল আপাদমস্তক। প্রেম চড়ে গেল একসময় আর আমি ওয়েটিংরুমের দেওয়াল ঘড়িটার মতো হন্যে হয়ে উঠলাম। একবছর আগে তোমায় কথা দিয়েছিলাম বারান্দার বাল্বটা বদলে দেব। কথা রাখিনি। উলটে বদলে ফেলেছি পশ্চিমী সভ্যতা সম্পর্কে আমার ধ্যানধারণা। ইনশা আল্লাহ্ আর এক মহিলা হয়ত পরে আবার আমাকে বদলে দেবে।

তোমার পাশে গিয়ে শুলেই এমন ভান কর যেন ঘুমিয়ে কাদা। আমি অথচ

তোমার স্তনবৃন্ত থেকে যৌনতার সুবাস পাই। টের পাই তুমি মটকা মেরে আছ— তুমি চাও আমিই ঝাঁপিয়ে পড়ি। গ্রাস করে নিই তোমায়। তাতে প্রাচ্যজ্ঞানীদের রটনাগুলোকে সত্যি প্রমাণ করা হত। এশিয়া বিশেষত আরবদের সম্পর্কে তাদের বাণী আর আমার ভিতর ঘাপটি মেরে থাকা বেদুইন আক্রোশ দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেতে ওঠে। তোমার আকাঙ্ক্ষায় জল ঢেলে দিই। ক্ষুধার্ত তোমার কাছে ভেড়ার মতো নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকি ঠায়— বসেই থাকি। আমার ইচ্ছা ফলে যায়— সুইডিশ তুষারভূমির মতো শ্বেতশুভ্র বিছানায় ছিঁড়ে খাও তুমি আমায়। তোমার স্তনের সুবাস ঘরের হলদে আলোয় ভুরভুর করে ওঠে। গলগল করে নিঃসৃত হতে থাকে আচ্ছন্নতার ধুসর নীলাভ ধোঁয়া— ঘুমঘোর ডাই-অক্সাইড— ঘরদুয়ার ভরিয়ে দেয় ক্রমশ। কুলকুল করে ঘেমে উঠি যতক্ষণ না আমার মাথার ভেতর সুইডিশ কবিতার সঙ্গে একাকার হয়ে যায় আরবি কবিতা।

তুমি নেই এমন একটা শহরের ছুটকো ছাটকা ব্যাপারগুলোকে আমি আর পাত্তা দিই না। তোমাকে ছাড়া এমনকি নিজের দেশেরও কিছুতে কিছু যায় আসে না আর।

ফুটনোট ৭

দামাস্কাসের রাস্তাটা ভরে আছে অজস্র স্মৃতিতে। ইউনাইটেড নেশনের গুঁড়োদুধ গেলার পর থেকে আমি বড্ড ক্লান্ত। ওরা ভালো করে মেপে নিচ্ছিল আমায়। শরণার্থী পরিচয় পাবার জন্য কত জবাবদিহি! ২০০৮-এ ছেড়ে আসা দামাস্কাসের রাস্তা আমাকে আর হাতছানি দেয় না। একবার মুক্তির স্বাদ পাবার ফলে আর ইচ্ছে করে না ট্যারাবেঁকা কথার ফাঁক গলে পালিয়ে বেড়াতে।

মৃতদেহ দিয়ে বাঁধানো ইয়প্রেসের রাস্তা। ভাইবেরাদররা খুন করে ফেলে রেখে গেছে চিলশকুনের অপেক্ষায়— সেদিন থেকেই আমি বড় ক্লান্ত।

বরফে বরফে স্টকহোমের রাস্তা বন্ধ।

যুদ্ধের পথ জুড়ে নৈঃশব্দ। রাস্তার ধারে ছোট্ট পান্থশালায় গণহত্যার অভিযাত্রীরা একটু জিরিয়ে নেয়, জল ভরে— চা খেতে খেতে গল্প করে রোগজ্বালা নিয়ে। সকালে আবার রওনা দেয়। চলতে চলতে বুলেট নিয়ে কথা শুরু হয়। আমি ঝুলে থাকি দ্বিধায়। দেরি করে পৌঁছানো চাক্ষুষ সাক্ষী এবং শহীদ— যে আসলে মরেইনি। নিহত এবং হত্যাকারী। অপরাধী এবং আক্রান্ত। আমি রেড ইন্ডিয়ান ব্লু ইন্ডিয়ান গ্রিন ইন্ডিয়ান আর কৃষ্ণাঙ্গ ফিলিস্তিনি। এই যুদ্ধটার একটা কবিতা দরকার, নয়ত রূপকগুলো সব আজন্মমৃত হয়ে দাঁড়াবে। নয়ত মৃত্যু পালকের মতো ভারি হয়ে দাঁড়াবে। মৃত্যু আমাকে জন্মভূমি ফিরিয়ে দিতে পারবে না। যদি পারেও আমার দরকার নেই তেমন জন্মভূমি। ইয়প্রেস একশ বছর আগের এক দুঃস্বপ্ন আর দামাস্কাসের স্বপ্নদৃশ্য অভিনীত হচ্ছে এখন। আমি ফেঁসে আছি স্টকহোমে। দামাস্কাসে লেখা আমার কবিতা তছনছ করেছে জওয়ানরা। ইয়প্রেসে লেখা কবিতাগুলোর আমার সঙ্গে বিমানে জায়গা হয়নি। আর স্টকহোমে আমায় সঙ্গ দেওয়া কবিতাগুলো ভিটামিন ডি-র অভাবে গুরুতর রুগ্ন।

ইয়প্রেস

চৌকাঠ পেরোনো মানে
যুদ্ধ

দামাস্কাস

দামাস্কাস শহরতলির ঘনবসতে সারিনগ্যাস ভর্তি রকেট ভেঙে পড়েছে ভোর তিনটেয়। পিটপিটে চোখ— দেখতে পায় অনেক দূর। ছেলেপুলেরা ভয়ানকভাবে লাট খেয়ে গেল। এ আর এক ধরণের ভূকম্প— বাড়িগুলো ঠিকঠাক দাঁড়িয়ে থাকে মানুষ দুদ্দাড় পড়ে যায়। হৃদয় কাঁপানো ভূমিকম্প। জগতের হৃদয়।

স্টকহোম

খুব শান্ত শহর

শহর

১

গরীব দেশের জেলে কয়েদিরা যেভাবে গাদাগাদি করে থাকে, এই শহরও তেমনি কুঁচকেমুচকে গোলতাল হয়ে আছে। স্মৃতি থেকে যদি আবেগ মুছে যায়— যেন বছরের পর বছর লিক হয়ে পড়ে থাকা সাইকেল— শহরটাও তেমনই পড়ে পড়ে ধুলো খাচ্ছে চোখের সামনে। চোখ টানছে যেন বিয়েবাড়ির পোশাকে ঘুরতে বেরিয়েছে কেউ। পারসিয়ান কার্পেটের সেলাইয়ের মতোই ব্যাটব্যাট করছে। এই যে শহরটা, এতগুলো ভাঁজে গুছিয়েছে নিজেকে— আমার মন মজেছে। যেন পরস্পর শুয়ে আছে। পোয়াতি না হয়েও জন্ম দিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। মুখ ঢাকা বোরখায় অথচ বাদামি পা খোলা ছেড়ে রেখেছে। আমি পটাতে গেছি শহরটাকে— সেই সেঁধিয়েছে আমার ভিতর। রোজ আসি যাই— ঢুকে পড়ি অস্থিমজ্জায় যেন আমি এক মহান কমিউনিস্ট নেতা বুর্জোয়াদের মাথা কাটতে কাটতে চলেছি। এরপর কাটব নিজের বন্ধুদের। উটের ধৈর্য নিয়ে আমি ভেদ করছি শহরটাকে। কালশনিকভের মতো গোঁয়াড়। সকালবেলা সব্জিক্ষেতের দিকে ধেয়ে যাওয়া পঙ্গপালের মতো স্পৃহা আমার।

স্মৃতির মতো এশহর। অচল। অথচ থরোথরো আঙুলে বিলি কাটছে— এখনকার শহরটার বুকে। প্রতিটা ঘুমে ভরে দিচ্ছে আকুতির গুরুভার। জেগে থাকলে একের পর এক প্রশ্নে ভরিয়ে দিচ্ছে মন। যেন অপরিচিত শহরে অপরিচিত মানুষের সৎকার করছি। মনটা ডুকরে উঠছে। অথচ তেমন দুঃখ হচ্ছে না। পালিয়ে যাবার ইচ্ছাটা ক্রমশ পেয়ে বসছে— মাঝরাতে ঘাড় তুলে দুই বন্ধুতে ফিসফিস করে সেরে নিচ্ছি জরুরি আলোচনা— আলোচনার ঘোরে নিশীথিনী নগরীর লোলুপ নখ আঁচড়ে দিচ্ছে আমাদের লালসার খোলাপিঠ। চুপচাপ এসে শুয়ে পড়ছে আমাদের মাঝে। টের পাই মরে যাচ্ছি ধীরে ধীরে। মৃত্যুর মধ্যে শুনতে পাই হঠাৎ ডুকরে উঠল— ব্যাস। মৃত্যু ছেড়ে জেগে উঠে দেখি মুখে বালিশ চাপা। আমাদের স্বপ্নও খানখান হয়ে যায়।

শহরটা নিজেই যেন বেড়াতে এসেছে ক্যামেরা কাঁধে। নয়ত এত তাড়া কিসের। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই ঠান্ডায় ফুটপাথে চপ্পল বড়ই বেমানান। গাঁজা পাকানো দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় বাড়ি ফিরে এসব কিছুই মনে রাখবে না। অস্বীকার করবে আত্মীয়দের কাছে— রঙচড়িয়ে ঈর্ষা জাগাবে বন্ধুদের। শহরটাও ঠিক এরকম। ঝুটো তামাটে রঙ চড়িয়েছে গায়ে। এই খরতাপ ভিটামিন-ডি বানিয়ে শুষে নেবে। ক্যামেরায় শুষে নেবে আস্ত শহর।

এ শহর নিজে আসলে লটারির ফেরিওয়ালা। শহরের আনাচে কানাচে বেচে বেড়ায় স্বপ্ন। দাম বাড়তে থাকা চালের নাগাল পাওয়া যাবে এমন স্বপ্ন। রাতারাতি অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে কয়েক লক্ষ এমন স্বপ্ন। অথচ নিজের চোখে মুখে কোনো আলো নেই। দুধের সন্তান তার, জল আর খিদে গিলে টিমটিম করে বেঁচে আছে।

শহরটা তার সাতখানা ফটকের মতোই, বেশ্যার বিছানা— অবারিত। ক্ষীণ ঠিকরে আসা আলোয় সমাধিফলক যেমন দেখায়, এশহরের চেহারাও তেমনই নিঃসঙ্গ।

শহরটা অবিকল দামাস্কাস।

২

নিজেই নিজের পিঠের উপর পড়ে আছে শহরটা। যত রোদ চড়ে ততই ফ্যাকাসে দেখায়। রোজকার হৈচৈ কলরব ছাপিয়ে যায় শহরের শরীর। নদীর কিনারা থেকে একেবারে সিটিসেন্টার পর্যন্ত ক্রমশ হিঁচড়ে বাড়ছে শহরটার জন্মনাড়ি। জন্মাবধি গরীব সন্তানদের সঙ্গে তার নাড়ি ছিন্ন হয়নি। গরীব সন্তানদের যখনই উপড়ে ফেলতে চেয়েছে, কেমন করে যেন আশ্রয় পেয়েছে বিশালতার কোলে। শরীরে যে দাগগুলো জ্বলজ্বল করে ওগুলো আসলে রাস্তা— বিচক্ষণতার নমুনা। গলার কাছে যে ঘনকালো মেঘ ভেসে আছে ওটা আসলে সিগারেট ছেড়ে দিচ্ছি-দেব করার ফল। হে ভগবান আমি এবার কী করে ওর ঝুলেপড়া স্তনযুগল বেচতে বসব! বলিরেখাগুলোর দিকে কেমন ঝুঁকে পড়েছে চেয়ে দেখ— স্তনবৃন্ত থেকে স্তনসন্ধি পর্যন্ত গিজগিজ করছে বাড়ি। সভ্যতা শুরুর দিন থেকে নরনারীর প্রেমের সুযোগে গড়ে উঠেছে এরা। কী আশ্চর্য কাণ্ড— স্তনকে এরা পাহাড় বলে ডাকে কেন! কোনো রূপক টুপক নয়, সত্যিই পাহাড় বলে। শত্রুদের এতটুকু ভালো না বেসেও কিছু লোক এখানে সমাধিফলকের মতো রয়ে গেছে। কী করতে আছে ওরা! গ্যাঁট হয়ে বসে ইতিহাসের সঙ্গে খবরাখবর দেওয়া নেওয়া করছে? এই দেখ ঝকঝকে শুয়ে আছে শহর। যেন অসংখ্য বিপর্যয়ের কেউ না ইনি। চারদিকের দেওয়াল যেন দখলদারির চিহ্ন নয়। যদি তিলেক থমকে দাঁড়াও, কান পাতো— শুনতে পাবে ক্ষীণ আওয়াজ আমাদের পূর্বপুরুষের। এই জলহাওয়াতেই বেড়ে উঠেছিল ওরা। পুরুষানুক্রমের দৌলতে তোমার রক্তেও হয়ত ঢুকে বসে আছে। মাঝে মাঝে গান এসে মনে পড়িয়ে দেয় সে সব কথা। এই শহর আদতে আদিমতম সমাধিক্ষেত্র। স্মৃতি যে সত্যি সত্যিই আছে, ভুয়ো নয়— প্রমাণ দেবে বলে বেঁচে আছে। এই শহরের পাশে হেঁটে গেলে নিজেকে অপরিচিত মনে হয়। তাই সে নিজেই আমায় পাশ কাটিয়ে যায়। আমি কি করে চিনতে পারি! চিনতে পারি অপরিচিত মুখগুলোকে দেখে। আর কে আছে যে এত অপরিচিত মুখ কোলে বসে থাকবে? ধন্দে পড়ে যাই— আমি নিজেই কি এ শহর? জীবাশ্মের কাছাকাছি বয়সের পুরোনো তুমি আর আমি তো নতুন— ইতিহাসের শেষ দিনের মতো টাটকা। আমি তো তার আঁচলের খুঁট ধরে থাকি যেন কোলের বাচ্ছা। সেও আমায় আগলে থাকে যেন কোলচাঁছা ধন। আমি স্বপ্নালু কবিতার লাইনে মাথা গুঁজে পড়ে থাকি। সে কঠিন বাস্তব— সন্তান ধারণ করে মুহুর্মুহু কিন্তু

পালপোষে অক্ষম। আমি এই আছি এই নেই। সে অবিনশ্বর— চিরন্তন। আমি ভাগ্যপীড়িত, হুজুরদের বাণীব্যাখ্যা আমায় জ্যান্ত দেখায়। সে দামাল বাস্তব। আমার কোনো সান্ত্বনা নেই— কোনো ক্ষতি করার নেই— কোনোভাবে যদি না আমরা প্রেমে পড়ি পরস্পরের।

৩

তার কোমরের বাঁকে নামতে নামতে কয়েকটা ধন্দ্ব পার করি। ও একেবারে নিশ্চিত হতে চাইছে আর আমি হাঁটছি তলোয়ারের কিনারা বরাবর। সারাজীবন যত আনন্দ খুশি জমিয়েছি তিলতিল করে সময়ের চোখ এড়িয়ে। লক্ষীর ভাঁড় আছড়ে তার থেকে তিনটে দিন আর কটা ঘন্টা কুড়িয়ে এনেছি। একটা কালাশনিকভ পেয়েছিলাম এক কমিউনিস্টের কাছ থেকে। আমার ক্ষতগুলোর পাশে এসে বসেছিল সে একবার। সেই থেকে আমার বাঁ-কাঁধটা ভারি হয়ে ঝুলে গেছে খানিক। ফলে হয়েছে কি, ডান কাঁধটা উঁচু দেখায়। ডানকাঁধের যার জন্য গর্বের অন্ত নেই। নিজের দয়ে পড়ে গেছি আমি। ক্রমশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে আমার ডুবে যাওয়া। আমার স্বপ্নে কমলালেবুর গাছটা রোজ দেখা দেয়— কতকটা গাজাস্ট্রিপের মতো তার স্বাদ, খানিকটা দামাস্কাসের বাতাসের তেঁতোও মিশে আছে কিঞ্চিৎ— উইকিপিডিয়া ধার করে না, ইবন আরবি ধার করে বলছি কথাটা। দামাস্কাস শহরের যে মোড়ে গলি রাস্তাটা গিয়ে পড়েছে বাব সড়কিতে সেখানে আমার সঙ্গে দেখা আনানিয়াসের। দুজনে গেলাম জুডাসের বাড়ি। আকাশে ঈশ্বরের অট্টালিকায় নিরন্তর সূক্ষ্ম শিল্পের রচনা চলে জানো নিশ্চই। তারই টুকোরো টাকরা ঝরে পড়ছিল রাস্তায়। আমরা ঝলসে যাচ্ছিলাম তার মাঝে। উঠোনে লক্ষ্য করলাম অসংখ্য শহীদ অপেক্ষা করছেন। ওরা কাউকে খুঁজছে— যে ব্যাখ্যা করে বলে দেবে— যাদের সঙ্গে লড়াই করে এখানে এসেছে সেই সমস্ত শত্রুদের সাথে— *আমরা সকলেই শহীদ*— লেখা একই ঘরে কেন তারা ঠাসাঠাসি! এই শহর তাদের ভাইকে খেয়েছে। কেননা মানুষের সংখ্যা অসহনীয় হয়ে উঠছিল ক্রমশ। এ শহর ঘেরা ভক্তদের প্রার্থনায়। মৃত্যুর সঙ্গে একপ্রান্ত জুড়ে থাকা এইশহরের নাড়ি কেটে দেয়নি দাই। এশহর একাগ্র ছুরি শানিয়ে চলেছে গণকচুকাটাকাটির উদ্দেশ্যে। ওহে দুর্গম মরুপ্রান্তর তোমার শীতের রাতে গাড়ির ইঞ্জিন হতে পারতাম যদি! ওহে মহানগর যুদ্ধের দামামা শুনে চুমুক দিচ্ছ চায়ে— লাশের স্তূপে দাঁড়িয়ে শরীর দোলাচ্ছ গানের তালে, খুব ভালো হত যদি তোমার গ্রীষ্মের মনখারাপ কবরস্থান হতে পারতাম! আমেন।

৪

হে আমার হৃদয়, হে আমার বেয়াড়া শরীর— আমার চোখে এত আলো নেই যে মেটারলিংকের ব্লাইন্ড ম্যান নাটকের চরিত্রগুলোর চোখে বিলি করে বেড়াব। এই চারদেয়াল— আমার হাহাকারের আওয়াজ, আমার গুমরে ওঠা শব্দ আটক করেছে। এই শহর আমার স্মৃতিগুলোয় চাপিয়েছে লোহার শিকল। আমি আমার সমস্ত পাপ— অপরাধ স্বীকার করছি— এতদিন যত কবিতা লিখেছি— তোমার দগদগে শরীরে জং ধরা ছুরি বসিয়েছি— ওসব আমার নয় কক্ষনো। আমি চুরি করেছি। যাদের কেউ মনে রাখেনি— রাখবে না, তাদের থেকে। চুরি করেছি দীর্ঘশ্বাস— হাহাকার থেকে। হসপিটালের শ্বেতশুভ্র বিছানা থেকে তুলে এনেছি কথা সুর। ঈশ্বরের পৌরুষের কাছে জবাই হওয়া মহিলাদের স্মৃতি হাতিয়ে এনে সাজিয়েছি। তানবিস্তার করতে করতে ঠান্ডায় জমে মরে গেছে যারা তাদের গার্গেলের আওয়াজ আমার লেখা। স্বপ্নভুক তরুণদের পরিত্যক্ত স্বপ্ন সেসব। আমার কবিতা নয়। বহুকাল আগে স্বপ্ন দেখেছিল যারা তাদের অসাড় স্মৃতি বলতে পারো। যাদের নাম শুনিনি কখনও— আমাদের বিবর্ণ ভবিষ্যত গাঁথা হয়েছে যাদের হাড়মজ্জায়। ধার করা আকাঙ্ক্ষা, ধার করা হাসি— আমার কবিতা নয়। ফাঁসিতে ঝোলা— ডুবে মরা মানুষের শেষ নিঃশ্বাস এসব লেখা। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে বেরিয়ে এসেছে যে সমস্ত হৃদয় সেসবই কুড়িয়ে নিয়েছি— আমার লেখা কবিতা নয় এরা। এরা আমার কেউ না। কোনো সম্পর্ক নেই আমার এদের সাথে।

৫
আমিই নই কেবল
আমরা সকলেই
        অজ্ঞাতকুলশীল আগন্তুক
নয়ত কী করে
        ফুরসৎ পাচ্ছি
এশহরের গাথা রচনার

৬
দামাস্কাসের একটা বারে দেখা হয়েছিল এক কবির সঙ্গে
...
নেকড়েয় টেনে নিয়েছে তাকে।

৭
রক্তমাংস থেকে আকাঙ্ক্ষা অবধি দগদগে ঘা নিক্ষেপ করছে প্রিয় রাত্রি
নিরুপায় আমি মাথা গুঁজেছি আলোয়
বোরখায় লুকোনো নারীশরীর আমায় ভুলতে দিচ্ছে না
এই দুনিয়াটার পৌরুষ— অহংকার
ভুলতে না পারা হয়ে উঠেছে আমার ক্রাচ— পালানোর অজুহাত
যে শ্রান্তি মানুষজনকে থমথমে করে রেখেছে—
ভারি করে দিচ্ছে পা
সে আমাকে আড়ালে টেনে স্বাদ দিচ্ছে গভীরতার
কোনো উচ্ছাস নয়
একধরণের ধোঁয়াশা বইছে শহরটার শরীর জুড়ে
আমাদেরও আক্রান্ত করছে রহস্য— ছমছমে ভাব
আনন্দ বলে মেখে নিচ্ছি তাই
মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কের উপর টিকে নেই শহরটা
শেষ হয়ে যাওয়াটুকু এর চালিকাশক্তি
শহরটা নিজেই হয়ে উঠেছে অন্যাহ্য
সচ্ছুতার কেচ্ছা ছড়াচ্ছে চরাচর
মেয়েদের নিষেধ মুক্তির স্বপ্ন
ভগবানের দীর্ঘশ্বাস
সন্তজনের প্রতি রাতের অশ্রু
ঘাতক আর কবিতার আঁতাত
দেওয়ালের বোঁটকা গন্ধ
গলিপথের ভেষজসুঘ্রাণ
একটা শুরুয়াতের দিকে ইশারা করে চলেছে অবিরত
এই হল দামাস্কাস
রক্তস্নাতা, নাছোড়
সালোমির মরণপন নাচ
আমাদের দিনাতিপাতের দিনগুজরান
অনন্ত অন্তিম পালটে নিচ্ছে পোশাক
সকালের মতো দেখাচ্ছে তাকে।
আমার মায়ের উপাসনা ভিজে যাচ্ছে গল্পগাথায়

গল্পের মিনারেট ছুঁয়ে দিচ্ছে ইশ্বরের তর্জনী
মায়ের গলাটা কবিতার মতো শোনাচ্ছে
অপরাধীর রেখারূপ তার শরীর

আমাকে জন্ম দিয়েছে দামাস্কাস
আমার মা
স্নাইপারের বুলেটে লুটিয়ে পড়েছে
ফলে এখন আমরা উভয়েই জন্মাচ্ছি নতুন করে
আঁকড়ে ধরছি পরস্পর
ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের গান
পরস্পর জড়িয়ে ধরছি ক্রমশ
কবিতা গমগম করছে আকাশে বাতাসে
হে মহানুভব বন্ধু আমার
ভুলেও এপথ মাড়িও না
মাতাল না হলে
এসো না দামাস্কাসে
আচ্ছন্নতায় ডুবতে ডুবতে তল পাবে না আর
ছিন্নভিন্ন গান দুর্লঙ্ঘ ভবিতব্য আর ক্ষীণ আশা নিয়ে
আমরা তার নাভীমূলে বসে আছি
আমরা তার অকৃতজ্ঞ সন্তান
হারিয়ে গেছি উত্তরে
আর আমাদের মা—
ভয়ার্ত পান করিয়েছে স্তন্য
আমরা হয়ে উঠেছি কবিতার গোলাম
আমার মা
দামাস্কাস
আলোর আপেল
বেদনার গাথা
ইবন আল আরবির না পৌঁছনো খবর

ব্ল্যাকমিল্ক

তুমি অন্তরালের সন্তান আমি দুঃস্বপ্নের— হেসে উঠেছি এমনভাবে যেন যুদ্ধ আমার ভাইকে খায়নি। আমার সিরিয়ার বন্ধুরা বেধড়ক ঠ্যাঙানি খেতে খেতে মরে যাচ্ছে। আর ইউরোপিয়ান বন্ধুদের সাদাজীবনে আমি ক্ষতের দাগ। কিছুতেই একমত হতে দিচ্ছি না পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার সঙ্গে। ইউরোপিয়ান বন্ধুরা হাত গুটিয়ে নিচ্ছিল আমার খোতোজীবন থেকে। এই সেই দৃষ্টিভঙ্গী যা সমস্ত লাঞ্ছনা নিপীড়নকে যুক্তিসিদ্ধ করে।

একজন পুরুষ যখন নারীকে খায় যেমন ফিসফিস করে কানের কাছে, আমিও সেইসব দিনগুলিতে তোমার কানে মন্তর দিচ্ছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই তুমি দীঘির মতো শান্ত শুয়েছিলে সুইডেনের উত্তরে। যুদ্ধ আমার বিছানার কিনারায় বসে— যেন নতুন কনেটি আমার। মক্তবের হুজুরের মারের ভয়ে কোরাণের যে সমস্ত আয়াত আমাকে জোর করে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়েছিল— তারাই আজ আমায় ঘুম পাড়াচ্ছে। হে ভগবান! একটা নেকড়ে আমার হৃদয়ে খাবলা মেরে গেছে। ব্যারেল বোম্ব ধ্বংস করেছে লেখার খাতা। মতো ফোতো নয়, হায় হায়! নেকড়েটা সত্যিসত্যি আমায় গিলেছে। আর ভূমধ্যসাগর ডুবিয়েছে আমার সমস্ত পিপাসা। কোরাণে যেমন বলা আছে ঠিক সেরকমই আমি চরে বেড়াচ্ছিলাম ফুর্তিতে। কী যে হল, সমস্ত বন্ধুদের দামাস্কাসে নিয়ে গিয়ে বলল আত্মহত্যা করেছে ওরা। আর যে গ্লাসে আমরা জল ঢেলে খেতাম— দিল গুঁড়িয়ে। আমার আঙুলগুলো নিয়ে নিল কবিরা। আমার বন্ধুরা হয়ে দাঁড়াল স্মৃতি। রাজপথের লোকজন রাজপথে আটক। শহর জোড়া রাজপথ দুপাশে খিদে সাজিয়ে, উদগ্র আকাঙ্ক্ষা বগলদাবা করে আমি এখন উত্তর ইউরোপের স্বাদুজলের ৯৭৫০০ লেকে মোড়া এক দেশে ফুর্তি করছি। শুনতে পাই আমার মা তৃষ্ণার্ত। মনে পড়ছে আউটসাইডার উপন্যাসের কথা। আমি ভুলে যেতে চাইছি আলবেয়ার কামুকে।

হাসছি— যেন এই যুদ্ধটা আমার ভাইকে খায়নি।
তোমার পাশে হাসিমুখে ফ্যামিলি ফটো তুলব বলে
মাউন্ট কারমেলে চড়ছি— যেন আঙুরের লতা।
আর তুমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে—
সত্যের মতো তেঁতো মুখ করে
বুলেটের মতো ওম নিয়ে
রোববারের মতো দীর্ঘ।
ঝাঁঝরা স্মৃতি নিয়ে এসে দাঁড়ানো এক নারী
যার ছ্যাঁদাগুলো দিয়ে আমার হৃদয় রোজ প্রজাপতি হয়ে উড়ে যায়।
যখনই আমি আইনি সম্পর্কের কথা ভাবি
আমার মন হাঁকিয়ে দেয়— না ইসলামি কানুনের পায়ে মাথা ঠুকব না
কবিতা হাঁকিয়ে দেয়— ক্লিশে উপমা রূপকে গেঁজে ওঠে
ব্যাংক হাঁকিয়ে দেয় লোন দেবে না— ঘোড়া কেনার কী উপায় হবে!
ওয়ারলর্ডরা হাঁকিয়ে দেয়— শান্তির শ্বেতপায়রা হবে না তারা।
পাড়ায় এমনি পায়চারি করছি,
ছেলেপুলেরা হাঁকিয়ে দেয়— আমার সঙ্গে খেলবে না
কারণ তাদের বাবামারা বলে দিয়েছে—
অচেনা মানুষের সঙ্গে একদম কথা না।
আমি আমার সন্তানদের অপরিচিত মানুষকে ভয় পেতে শেখাব না
আমিই এক অজ্ঞাতকুলশীল
বলতে পারি না— অদ্ভুত মানুষের সাথে কথা নয় একদম
আমিই সেই মানুষ— যুদ্ধে দুহাত হারিয়েছি
বিপত্নীক— যার স্ত্রী এখনও বেঁচে
অনুপ্রবেশকারী— যে ভুমধ্যসাগরে ডুবে মরেনি
বিশ্বাসী— যে একদিন মসজিদের দেওয়ালে তোমায় চুমু খেয়েছে।
যে উদবাস্তুকে তারা হন্যে হয়ে খুঁজেছে,
সমস্ত চালাক চালাক উত্তরের আড়ালে যার লুকানো স্মৃতি খুঁজে বেড়ায়
সেই আল্লাহ্‌র গজবের ভয়ে হুজুরের প্রার্থনা তুতলে গেছিল সেদিন।
উদ্দাম ভালোবেসেছি তোমায় আমিই একমাত্র
তোমার মুখমণ্ডল আর স্তব্ধতার ফারাক না করে চুম্বন করেছি
তোমার ঘরের চারপাশে জখমি কুত্তার মতো ঘের কেটেছি

জামরঙা রাত্রিতে আমিই এঁকেছি বেগুনি আভা
যেন সিগারেট জ্বালিয়েছি অন্ধকারে
তোমার নাম নিয়েছি যখনই আমার ধুকপুক থেমে গেছে
যেন আবার জন্মাচ্ছি মায়ের জঠর থেকে
যেন আমার খোয়ানো হাত দিয়ে স্পর্শ করছি তোমার করতল
যখনি তোমার দেহে জিভ বোলাই
আমার কবিতা ঘাবড়ে যায়
অথচ
অন্ধকারে চিড়ফাটা হৃদয় আর্দ্র করতে ছুঁয়েছি তোমার ঝর্ণা
অথচ
পাছে পিপাসায় মরে যাই তোমার ভেজা কন্ঠস্বর পান করেছি অবলীলায়

ওরা আমার হাতের ছাপ খুঁজে পেয়েছে
তোমার গায়ে
তোমার রক্তে— আমার ডান হাত ভিজেছিল একদা
নেকড়েগুলি তোমার কণ্ঠের গন্ধ শোঁকার মুহূর্তে থাবা মেরেছিল
গোলাপের আঘাতে তোমার হাত থেকে চুঁইয়ে পড়া সবুজে—
আমার জিভে— ক্লাসিকাল আর্মেয়িকে উচ্চারণ করেছিলাম তোমার নাম
তোমার ভিতর থাকা আমার শব্দছকে
খুঁজে পেয়েছে আমার আঙুলের দাগ
তোমাকে স্পর্শ করার আগে
কেমন করে আমি নিজেকে ধুয়ে নিই ওয়াইন দিয়ে
চৌকিদার দেখে ফেলেছিল তোমার বৃন্ত থেকে ভ্রমরের মধু সংগ্রহ করছি—
তোমার জন্য আমার হৃদয়
মেয়েদের আঙুল খাবার অভ্যাস বদলে হয়ে উঠেছিল নিরামিশাষী
ওরা খুঁজে পেয়েছে সমস্ত রহস্য
তুমি নবীদের বাণী
উত্তর আফ্রিকা আর মধ্য এশিয়ার নারীদের সুগন্ধ
তোমার জন্য আমি আরবি ব্যকরণ লিখব নতুন করে
তোমার কোমরের মাপে সাজাব আমার ভাষা
পচে হদ্দ উপমা-অলংকারগুলির চিহ্ন মিটিয়ে ফেলব পুনরায়

আমি আয়নার দিকে তাকাই
দেখি— তোমার মুখ
আর হাত গলে পড়া কবিতাগুলোকে
শুনতে পাই এক নারী আমার আঙুলে দাঁত বসিয়েছে— তার সুঘ্রাণ
ইমিগ্রেসান ডিপার্টমেন্টের ভিতর ডুবে গেছে ভূমধ্যসাগর
জল হয়ে উঠেছে তৃষ্ণার্ত
আমার মুখ থেকে তোমার সমস্ত লক্ষণ মুছে ফেলি
এবার চিনব নিজেকে
আমার লেখার খাতা স্মৃতি খুইয়ে বসে
ইমিগ্রেসান ডিপার্টমেন্টের অফিসার জিজ্ঞেস করে—
কোথায় তোমার বাড়ি?
আমি বলি
জানি না— এখনো বিয়ে হয়নি আমার
আশ্রয়প্রার্থনার আবেদন খারিজ হয়ে যায়
ইউনাইটেড নেশনস আমার চামড়ার রঙ বদলে দিতে অস্বীকার করে
ইয়াব্বড় দুনিয়াটার
বিরাট বড়বড় দেশের বিরাট নেতা ও বিরাটমাপের মানুষজন
আমার ক্ষতগুলোর দিকে সোজা তাকাতে পারে না
রেমব্র্যান্টের ছবির মতো অন্ধকার নামে একসময়
বন্ধুদের নিথর শরীরের মতোই ঠান্ডা হয়ে আসে সমস্ত অনুভূতি
তুমি উঠে আসো অন্তরাল ভেদ করে
সোজা
কোনো ভূমিকা ছাড়াই
ব্যাখ্যার অতীত
যুক্তি তর্কের পরোয়া না করে
বুকে টেনে নাও মামুলি আবেগবশত

কেমন করে তুমি চেনো দামাস্কাসের রাস্তা
কখনো তো যাওনি
ভূবিদ্যাকে হত্যা করলে তুমি
আমাদের দূরত্ব মেপেছ ধাতব পাতে
ধাতু তাপ পেলে বেড়ে যায়
ধাতু সংকুচিত হবার কথা ছিল
যখন খুন করেছিলাম আমার প্রিয় সুটকেসটাকে

সাততলা থেকে পড়ছে এই দুনিয়াটা
চড়ুইগুলো মেতেছে আত্মহত্যায়
—পাছে সময় জিতে যায়!
সময় আমাদের মাঝে ভ্যাবলা হয়ে বসে আছে
ফালুকফুলুক তাকাচ্ছে তোমার দিকে
আমি তুমি আর সময় মিলে চারজন
কেবল সময় যখন এই ঘরে বসে ছিল চারনম্বর জন হয়ে
সেবার ছাড়া নারী আর পুরুষ কখনো মিলিত হয়নি

জানতাম ওরা আমাদের সবাইকে হত্যা করবেই একদিন
জানতাম না
দুনিয়া চুপচাপ দেখে যাবে

একসময় আমি তোমার সঙ্গে লেপ্টে ছিলাম ডাকটিকিটের মতো
তুমি ভয় পেতে
আমার রক্ত গরম ছিল।
লোকে গুলোতো
আমাদের হাঁটাচলা একরকম হয়ে গিয়েছিল দেখে।
আমরা ধাঁধিয়ে যেতাম—
তোমার জন্য আমার সমস্ত উপমা অলংকারের ভাঁড়ার হয়ে উঠেছিল শহরটা।
শহরটা হয়ে উঠছিল অবধ্য

সেইসব দিনে তোমার কানে কানে বলতাম
তুমিই তিলোত্তমা
আর কর্কটক্রান্তির সবচেয়ে উর্বরা জননী
ইউরোপের বুক ফালাফাল করে দিচ্ছে সন্ত্রাসবাদ হয়ে।
আমার হৃদয়!
আমি তো কেবল পাঁচটা বর্বর আক্রমণেই সেই কবে থেকে তটস্থ
তোমার নাম শুনেই তুতলে তাতলে একাকার
ইউরোপিয়ান বন্ধুরা চুপচাপ সরে গেল
আমার মনে পড়ল সত্তর বছর আগে
ইউরোপিয়ানরা কেমন তাদের ইহুদি বন্ধুদের হটিয়ে দিয়েছিল চুপচাপ
মনে পড়ল সেলানের ব্ল্যাকমিল্ক

আমি চেষ্টা করতে থাকলাম
কোনো ভাবেই যেন পল সেলানকে মনে না পড়ে

সেইসব দিনে আমি তোমায় আদর করতাম—
যেন কোনো তাড়া নেই,
কিছু নেই আগে পিছে
মৌলবাদি সন্ত্রাস হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল
আর যে আমি
সিধে তাকাতে পারতাম দগদগে ঘায়ের দিকে
একটুও না ঘাবড়ে—
কেমন সাপের মতো মসৃণ হয়ে গেলাম
আমার বন্ধুদের কল্পনায় রোজ ভেঙে পড়তে থাকল টুইন টাওয়ার
রোজ,
ঘুরে ফিরে,
নাগাড়ে ভেঙে পড়ছে
ফরাসি বিপ্লব হয়ে দাঁড়াল ইতিহাসের জয়গাথা
ভূবিদ্যার পরাজয়
আমার মনে পড়ছে সেলানের ব্ল্যাকমিল্ক

সেইসব দিনে
আমি যখন আদর করতাম তোমায়—
যেন কোনো তাড়া নেই—
কিছু নেই আগে পিছে
বিখ্যাত অনুপ্রবেশ হুড়মুড় করে পার করল ইউরোপ
সেইন নদী থেকে উঠে এলেন পল সেলান
ভিজে হাতে আমার কাঁধে মৃদু চাপড়ে
ভাঙা গলায় কানে কানে বললেন—
পোড়া দুধ খেও না
খেও না
তারপর উত্তরমুখে চলা সিরিয়ানদের দলে মিশে গেলেন

সেই সব দিনে আমি প্রাণপন চেষ্টা করেছি পল সেলানকে মনে না করতে
ডেড সি এখনো জ্যান্ত— বহাল তবিয়তে
আর খবরের সরাসরি টাটকা সম্প্রচার মরে হেজে গেছে

জরুরি কয়েকটি কথা

ব্লাড ডায়মন্ড

তকমাটা দেওয়া ইউনাইটেড নেশনসের। আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত কোনও সরকারের এক্তিয়ারে থাকা অঞ্চলে যদি হিরে তোলা হয় আর সেই হিরে বিক্রির পয়সা ব্যবহৃত হয় সরকারকেই উৎখাত করার উদ্দেশ্যে, তাকে ব্লাড ডায়মন্ড বলা হয়।

১৯৯০ নাগাদ চালু হয় কথাটা। মূলত উত্তর আফ্রিকার তিনটি দেশ ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলা আর সিয়েরা লিওন জুড়ে চলছিল বিদ্রোহ।

আন্তর্জাতিক নানান বিধিনিষের পর নিয়ন্ত্রিত হয় ব্লাড ডায়মন্ড। যদিও অনেকেই জিম্বাবোয়ের উদাহরণ টেনে বলেন— খনিশ্রমিকের রক্ত তো সেই লেগেই থাকছে ঝাঁ-চকচকে হীরের গয়নায়।

ব্ল্যাকমিল্ক

বিখ্যাত রোমানিয়ান কবি পল সেলানের জার্মান কবিতা **টডস ফিউজ** এ ফিরে ফিরে এসেছে ব্ল্যাকমিল্ক কথাটি। যুদ্ধের পটভূমিকায় মৃত্যু দগদগ করছে কথাটিকে ঘিরে। কবি ঘায়াথ আল মাধুন আরবি কবিতাটিতেও শব্দটিকে ব্ল্যাকমিল্কই লিখেছেন।

কিফ

আরব মরুপাহাড়ের নেশাদ্রব্য কিফ। অনেকটা আমাদের দেশের গাঁজার মতোই। তীব্র নেশা হয়।

কবি ঘাইয়াথ আল মাধুন ১৯৭৯ সালে দামাস্কাস শহরের এক রিফিউজি ক্যাম্পে জন্মগ্রহন করেন। বাবা মা প্যালেস্তানিয়ান। দামাস্কাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা শেষ করেন ও পরবর্তীতে আরবি ভাষার বিভিন্ন খবরের কাগজে কালচারাল জার্নালিস্ট হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেন। ২০০৬ সালে **বায়াত আল কাসিদ** বা হাউস অফ পোয়েট্রি তৈরি করেন তাঁর সিরিয়ান কবি-বন্ধু লুকমান ডারকির সাথে এই দামাস্কাস শহরেই।

শুধুমাত্র আরবি ভাষাতেই ঘাইয়াথের এখনও অবধি চারটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তার কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

সুইডিশ ভাষায় অনূদিত এবং প্রকাশিত হয় তাঁর দুটো কবিতা সংকলন। সুইডিশ ভাষায় প্রকাশিত **অ্যাসিলানসোকান** বা অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশন (প্রকাশক, এরসাতজ, ২০১০) কবিতা সংকলনটির জন্য তাঁকে অভিবাসী লেখক কেলাস ডি ভিলেন্ডার স্টিপেনডিফন্ড সম্মান প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে তিনি সুইডিশ কবি মারি সিলকেবার্গের সাথে একত্রে রচনা করেন **টিল দামাস্কাস** (প্রকাশক, অ্যালবার্ট বনিয়ের ফোরল্যাগ) ২০১৪ সালে। সুইডেনের সেই সময়ের সব থেকে বড় সংবাদপত্র দাংস নিয়েটার-এর মতে ২০১৪ সালের নতুন শ্রেষ্ঠ বই হিসাবে নির্বাচিত হয়। সেই বছরেই সুইডিশ জাতীয় রেডিওর জন্য একটি বেতার নাটকে রূপান্তরিত হয় এই বই। সিল্কবার্গের সাথে আল মাধুন বেশ কিছু কবিতার সিনেমা বানিয়েছেন, যেগুলি দেখা যাবে **মুভিং পোয়েমসে**। তাঁর কবিতা অনেক শিল্পীর কাজে অংশ পেয়েছে, যেমন, প্রখ্যাত মার্কিন শিল্পী জেনি হোলজার আল মাধুন-এর কবিতা নিয়ে তাঁর ফর আরহুস প্রজেক্টে কাজ করেছেন। ২০০৮ সাল থেকে কবি ঘাইয়াথ আল মাধুন নিজের জন্মস্থান নিজের বাসভূমি দামাস্কাস ছেড়ে স্টকহোমে বসবাস করছেন।

আমরা আরবি জানি না। ঘাইয়াথের কবিতা প্রথম পড়ি আমাদেরই আর একটি কবিতার অনুবাদ **জাজরা খলিদের কবিতা** অনুবাদ করতে গিয়ে। চেয়েছিলাম একই সঙ্গে প্রকাশ পাক দুই কবির বই। নানান আভ্যন্তরীন টালবাহানায় সে আর হয়ে ওঠেনি। ঘাইয়াথ নিজে বারবার খোঁজ নিয়েছেন অনুবাদের কাজে কিছু সমস্যা হচ্ছে কিনা। আমাদের কৌতুহল, অস্পষ্টতা নিজেই এগিয়ে এসে শুধরে দিয়েছেন। বলেছেন খুব ভালো হত যদি সরাসরি আরবি থেকে অনুবাদ করা সম্ভব হত। আমাদের অক্ষমতা।
বইটি অনুবাদ করেছি ক্যাথারিন কোভামের অনুদিত ইংরাজি **অ্যাড্রিনালিন** বইটি থেকে। ঘাইয়াথের চারটি বই একত্রে অনূদিত হয়েছে এই বইটিতে।

ক্যাথারিন কোভাম সেন্ট অ্যান্ড্রুজ ইউনিভার্সিটির আরবি এবং পারসি ভাষার বিভাগীয় প্রধান। পড়াশোনা করেছেন লিডস এবং ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে। নাজিব মাহফুজ, মাহমুদ দারউস, ফাওয়াদ আল তাকারলি, ইউসুফ ইদ্রিশ, হানান আল শায়খ সহ বহু আরবি কবির রচনা অনুবাদ করেছেন।